

কর্মকৌশল



প্রকাশনায়

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন

ISLAMI SHASANTANTRA CHHATRA ANDOLAN

৫৫/বি, পুরানা পল্টন (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০

www.iscabd.org

৬ষ্ঠ প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬ইং

শুভেচ্ছা মূল্য: ১৫ টাকা মাত্র

ভূমিকা

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন রুহানিয়াত ও জিহাদের একটি সমন্বিত প্রয়াস। বাংলাদেশের বুকে কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে খোলাফায়ে রাশেদার অনুসৃত পথে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠাই এর লক্ষ্য। আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন খেলাফতের মহান দায়িত্ব দিয়ে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সকল কর্মে এই দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত রেখে জীবন-যাপন করা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানের দাবি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, প্রায় দু'শ বছরের ইংরেজ রাজত্ব, বৃটিশ প্রবর্তিত ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা ও পাশ্চাত্যের মডেলে পরিচালিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার কারণে এদেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী খেলাফতের দায়িত্ব ভুলে গিয়ে খোদাদ্রোহী ভাবধারায় গড়ে উঠেছে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শের পরিবর্তে পাশ্চাত্য আদর্শের সর্বনাশা জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। অপরদিকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত দেশের ধর্মীয় দায়িত্বসম্পন্ন উলামা শ্রেণি প্রতিকূল পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়-দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে শুধু এককেন্দ্রিক শিক্ষা-দীক্ষার সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে আছেন।

এহেন অবস্থায় সমাজের সর্বস্তরে ইসলামের পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ বাস্তবায়নে এ উভয় শ্রেণিকেই এগিয়ে আসতে হবে। উভয়ের মধ্যে জাখত হতে হবে উপর্যুক্ত দায়িত্বের বাস্তব অনুভূতি। এ উভয় ধারার ছাত্রসমাজের মধ্যে দীন দায়িত্বানুভূতি জাখত করে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একদল যোগ্য নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক সৃষ্টির লক্ষ্যেই ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন সংগ্রাম করে যাচ্ছে।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিজয়ী হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সা. প্রদর্শিত ও সাহায্যে কেরামের অনুসৃত পথই আমাদের কর্মপদ্ধতি। এর ভিত্তিতে সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে উদ্ভাবনী কৌশল অবলম্বন করতে হবে। তবে হিকমত বা কৌশলের নামে কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী ঐতিহ্যবিরোধী কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা যাবে না। মনে রাখতে হবে, নবী-রাসূলদের কর্মপন্থার স্বার্থক অনুসরণই এ পথে বিজয় অর্জনের একমাত্র উপায়। আদর্শ ও লক্ষ্যের সাথে সাংঘর্ষিক যেকোন পথকেই পরিহার করতে হবে এবং দীন প্রতিষ্ঠার উন্নততর কৌশল খুঁজে বের করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন দলীয় মানসিকতাসম্পন্ন কোন সংগঠন নয়, নয় কোন সাময়িক উদ্দেশ্য হাসিলের প্রক্রিয়া; বরং আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে ইসলামী সমাজ গঠনের সার্বক্ষণিক জিহাদের একটি পরিপূর্ণ শক্তি। তাই সাংগঠনিক জীবনের বিস্তৃত পরিসরে সর্বদা কর্মকৌশলের পরিপূর্ণ অনুসরণ এবং সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের মাধ্যমে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। আল্লাহর মদদ ও রহমতের আশা বুকে ধারণ করে পেরিয়ে যেতে হবে সংগ্রামের কষ্টকাকীর্ণ পথ। ছিনিয়ে আনতে হবে কালিমাখচিত বিজয়পতাকা। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দিন।

প্রথম দফা কর্মসূচি ইলম ও তারবিয়াত (জ্ঞানার্জন ও প্রশিক্ষণ)

ক. তরুণ ছাত্রসমাজকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদেরকে ইসলামের সঠিক জ্ঞানার্জনে উদ্বুদ্ধ করা।

খ. ইসলামী ও প্রচলিত সাধারণ শিক্ষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন এবং প্রচলিত ধর্মহীন শিক্ষা ও মানবরচিত সকল মতাদর্শের অসারতা অনুধাবনে উৎসাহিত করা।

গ. জাহিলিয়াতের সকল প্রকার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইসলামী সমাজবিপ্লবের যোগ্য কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো।

জ্ঞানার্জন ও প্রশিক্ষণের গুরুত্ব

জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জ্ঞানার্জন করা ফরজ করে দিয়েছেন। আখিরাতে মুক্তি নির্ভর করে আমলের ওপর। সঠিক জ্ঞান ছাড়া আমল করা যায় না। আর শুধু জ্ঞানার্জনই যথেষ্ট নয়, জ্ঞান যথার্থভাবে কার্যকর করার জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।

এজন্যই ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন তার কর্মীবাহিনীকে সঠিক জ্ঞানার্জনে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে জ্ঞানার্জন ও প্রশিক্ষণকে প্রথম দফা কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করেছে। জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, “যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?”

এছাড়াও হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী মহানবী সা. উম্মতের জন্য কেবল জ্ঞানের উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। অর্থাৎ বিশ্বনবী সা. সুদীর্ঘ ২৩বছরের নবুওয়াতী জীবনে বিশ্বাসীদের জন্য যে মহামূল্য পাথেয় রেখে গেছেন, তার অপর নাম ‘জ্ঞান’। এজন্যই তিনি ইরশাদ করেছেন, “আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।” সুতরাং একজন মুসলিমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাকে জ্ঞানী হতে হবে। হতে হবে আদর্শ চরিত্রের অধিকারী।

যেকোন আদর্শ বা আন্দোলনের সফলতার জন্য প্রয়োজন সে আদর্শের আলোকে তৈরি একদল যোগ্য কর্মী, যারা হবে সে আদর্শের বাস্তব নমুনা। ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে একথা আরো প্রবলভাবে সত্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ইশা ছাত্র আন্দোলন তার জনশক্তির জন্য জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা এই জিহাদী কাফেলায় সংযবদ্ধ হয়, তাদের সার্বিকভাবে গড়ে তোলা আমাদের দায়িত্ব। আমরা আমাদের জনশক্তিকে এমনভাবে গড়ে তুলতে চাই যে, একদিকে তারা হবে ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস থেকে শুরু করে সামাজিক, রাজনৈতিক, চারিত্রিক সকল বিষয়ে পারদর্শী, অপরদিকে বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত সকল মতাদর্শ সম্পর্কে থাকবে সুস্পষ্ট ধারণার অধিকারী; যাতে তারা খোদাদ্রোহী শক্তির মোকাবেলায় যোগ্যতা ও সাহসিকতার সাথে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক

দিক থেকে তাদেরকে এমনভাবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে চাই; যাতে তাদের জীবন হতে পারে সাহাবাদের অনুরূপ। নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের রুহানী উন্নতি সাধন করতে হবে; যাতে আন্দোলন-সংগ্রামের যেকোন কঠিন মুহূর্তে সীসাঢালা প্রাচীরের মতো দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারে এবং ইসলামের আলোকে নিজেদের গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। তারা সমাজ ও জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে। কারো রক্তচক্ষুকে ভয় করবে না। ভয় ও প্রলোভন তাদেরকে আদর্শচ্যুত করবে না। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তারা হবে নিবেদিত প্রাণ মুজাহিদ।

সুতরাং আন্দোলনের মজবুতি ও যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি এ দফার সফল বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করে।

প্রথম দফা কর্মসূচির তিনটি দিক

ক. ইসলামের সঠিক জ্ঞানার্জন করা।

খ. ইসলাম ও মানবরচিত মতবাদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ জানা।

গ. ইসলামী সমাজবিপ্লবের যোগ্য কর্মী তৈরি করা।

এ তিনটি দিককে সামনে রেখে এ দফার কাজগুলো নির্ধারিত হয়েছে। কাজগুলো নিম্নরূপ-

ক. দারসে কুরআন ও দারসে হাদিস

খ. ইসলামী সাহিত্য, সংগঠন প্রকাশিত পুস্তক পাঠ ও বিতরণ

গ. পাঠাগার প্রতিষ্ঠা

ঘ. সাপ্তাহিক শিক্ষাবৈঠক

ঙ. সামষ্টিক পাঠ

চ. বিষয়ভিত্তিক আলোচনা

ছ. তারবিয়াতি প্রোগ্রাম

জ. ব্যক্তিগত প্রতিবেদন সংরক্ষণ

ঝ. পত্র-পত্রিকা পাঠ

ঞ. সমকালীন উন্নত প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

দারসে কুরআন ও দারসে হাদিস

পবিত্র কুরআনই হল জ্ঞানের উৎস। ইসলামী সংগঠনের কর্মী ও দায়িত্বশীলদের অন্যতম চালিকাশক্তি- ঈমানী চেতনার মূল উৎস হল পবিত্র কুরআন ও হাদিস; যা মানবজাতির জন্য আল্লাহপ্রদত্ত জীবনবিধান। আমরা যারা এই জীবনবিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত, সর্বাত্মক তাদেরকে কুরআনের জ্ঞানার্জন এবং সে অনুযায়ী নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে হবে। তাই কুরআনের অর্থ, ব্যাখ্যা ও উপদেশ ভালোভাবে বুঝার জন্য দারসে কুরআন বা কুরআন ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে। একজন যোগ্য ব্যক্তিকে এ ক্লাস পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে। আর হাদিস হচ্ছে কুরআনেরই বাস্তব ব্যাখ্যা এবং শরীয়তের দ্বিতীয় মৌল উৎস।

সুতরাং কুরআন ক্লাসের মত হাদিস ক্লাসেরও ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতি শাখায়

জনশক্তির মান অনুযায়ী সমস্তরের নির্দিষ্ট জনশক্তি নিয়ে ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে। কর্মী ও মুবািল্লিগকে প্রতিমাসে এ বিষয়ে কমপক্ষে একটি ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং প্রত্যেককে দারস তৈরির যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

ইসলামী সাহিত্য ও সংগঠন প্রকাশিত পুস্তক পাঠ ও বিতরণ

ঈমান, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ, অর্থনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা, তাকওয়া, ইসলামে নফস, রাসূল সা. ও সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর সীরাত, আওলিয়ায়ে কেরামের জীবনকথা, সংগঠন, ইতিহাস ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামের আলোকে যে সাহিত্য রচিত হয়, তাই ইসলামী সাহিত্য। পাশাপাশি সংগঠনের পক্ষ থেকে যেসব বই-পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাও এর অন্তর্ভুক্ত। ইক্বানী উলামায়ে কেরাম ও দীনদার বুদ্ধিজীবীদের সাহিত্য পাঠ্যতালিকায় রাখতে হবে। বিশেষত সংগঠনের সিলেবাসভূক্ত বইগুলোর প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। রাসূল সা. ও সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর সীরাত বা জীবনী ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রেরণার সৃষ্টি করে এবং এ পথে সকল সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে সহায়তা করে। কাজেই সীরাত অধ্যয়নে যথেষ্ট মনোযোগী হতে হবে। এছাড়াও অন্যান্য মতাদর্শ সম্পর্কিত বইও পড়তে হবে। প্রতিটি কর্মীর কাছে দাওয়াতী কাজের প্রয়োজনীয় বই থাকা আবশ্যিক। এগুলো নিজে অধ্যয়ন করবে এবং টার্গেটকৃত ছাত্রদের মাঝে বিতরণ করবে। এ কাজটি যত বেশি করা যাবে, তত বেশি কর্মী তৈরি হবে।

পাঠাগার প্রতিষ্ঠা

পাঠাগার ছাড়া বই পড়ার ভালো অভ্যাস গড়ে ওঠে না। এজন্য যেখানেই সংগঠনের শাখা আছে, সেখানেই পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সহযোগিতায় পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। সংগৃহীত বই যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। একজন দায়িত্বশীলের মাধ্যমে পাঠাগার পরিচালিত হবে। সিলেবাসভূক্ত সকল বই ও অন্যান্য বই-পুস্তক সংগ্রহ করে ক্রমান্বয়ে পাঠাগারের সংগ্রহ বাড়তে হবে। যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে বই বিতরণ ও উত্তোলন করতে হবে।

সাপ্তাহিক শিক্ষাবৈঠক

জনশক্তির স্তর অনুযায়ী সদস্য, কর্মী ও মুবািল্লিগণ প্রত্যেকে স্ব-স্ব স্তরের জনশক্তি নিয়ে সপ্তাহে একবার সাপ্তাহিক শিক্ষাবৈঠক করবেন। সদস্য শিক্ষাবৈঠক সর্বনিম্ন ১ঘণ্টা, কর্মী শিক্ষাবৈঠক ১ঘণ্টা ৩০মি. এবং মুবািল্লিগ শিক্ষাবৈঠক ২ঘণ্টাকাল স্থায়ী হবে। প্রতিটি শিক্ষাবৈঠকে স্ব-স্ব স্তরের সিলেবাস অনুযায়ী মশুক, দারস, অনুশীলন, আলোচনা, পর্যালোচনা ইত্যাদি থাকবে। প্রতিটি বৈঠক শেষে পরবর্তী শিক্ষাবৈঠকের স্থান, সময়, তারিখ, পরিচালক, আলোচ্য বিষয় জানিয়ে দিতে হবে। আলোচ্য বিষয় দীর্ঘ না করে বরং ২/১টি বিষয়ে অনুশীলন, আলোচনা-পর্যালোচনা করতে হবে। সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ সিলেবাস শেষ করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রতি সপ্তাহের পাঠ নির্ধারণ করতে হবে। বৈঠকের শেষ পর্যায়ে প্রত্যেকেই

পরিচালকের নিকট ব্যক্তিগত প্রতিবেদন পেশ করবেন। পরিচালক প্রত্যেকের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে মৌখিক পরামর্শ দিবেন।

শিক্ষাবৈঠকের সূচি নিম্নরূপ

- ▣ অর্থসহ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত (কর্মী ও মুবাশ্শিগ বৈঠকে দারসে কুরআন/দারসে হাদিস)।
- ▣ পূর্বের পাঠ গ্রহণ।
- ▣ সিলেবাস অনুযায়ী মশক, মুখস্করণ, আলোচনা, সামষ্টিক পাঠ/ অধ্যয়ন, অনুশীলন করা।
- ▣ আগামী সপ্তাহের পাঠ প্রদান।
- ▣ ব্যক্তিগত প্রতিবেদনের মৌখিক পর্যালোচনা।
- ▣ আগামী বৈঠকের স্থান, সময়, বার ও পরিচালক নির্ধারণ।
- ▣ পারস্পরিক প্রশ্নোত্তর।
- ▣ দু'আ ও মুনাজাত।

সামষ্টিক পাঠ

সংগঠন নির্ধারিত ও সিলেবাসভুক্ত কোন বই ৫/৭জন মিলে পর্যায়ক্রমে পড়া হলে তাকে সামষ্টিক পাঠ বলা হবে। এতে বইয়ের বক্তব্য ভালোভাবে বুঝা যায়। বৈঠকে নির্ধারিত সদস্যদের নিয়ে সামষ্টিক পাঠের আয়োজন করতে হবে। এতে সকল সদস্য উৎসাহিত হবে এবং তাদেরকে ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও নিজেদের করণীয় সহজভাবে বুঝানো যাবে। এ বৈঠকের স্থায়িত্বকাল হবে ৩০ মিনিট।

সামষ্টিক পাঠের নিয়মাবলী

১. একজন পরিচালকের অধীনে পাঠ পরিচালিত হবে।
২. বইয়ের একটি অংশ পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট থাকবে এবং তা প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে জানিয়ে দিতে হবে।
৩. পরিচালক একজনকে কিছু অংশ পড়তে বলবেন এবং তারপর তাকে অথবা অন্য কাউকে কী বুঝেছে, তা বলতে বলবেন।
৪. এভাবে পরস্পর মতবিনিময়ের মাধ্যমে সামষ্টিক পাঠ শেষ হবে।
৫. সবশেষে পরিচালক পুরো অংশের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা শেষ করবেন।

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা:

ইসলামী আন্দোলনের প্রত্যেক সদস্য ও কর্মীকে ইসলাম ও বক্তব্য, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি-অর্থনীতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। শুধু ভাষা-ভাষা ধারণা নিয়ে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পথচলা কঠিন। প্রতিটি বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার জন্য বৈঠকে বিষয়ভিত্তিক আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে। এক বৈঠকে একটি বিষয়ের ওপর পরিপূর্ণভাবে বিশদ আলোচনা করতে হবে। সমস্তরের

জনশক্তির উপস্থিতি এবং সিলেবাসভুক্ত বিষয়কে প্রাধান্য দিতে হবে। তবে সমকালীন জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও আলোচিত হতে হবে। আলোচ্য বিষয়টি বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদেরকে পূর্বই অবগত করতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রত্যেকে আলোচনার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে আসবেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন, অথবা অতিথি আলোচকের মাধ্যমেও বিষয়টি সম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জন করা যেতে পারে।

তারবিয়াতি প্রোগ্রাম (স্বল্প মেয়াদী)

জনশক্তির প্রশিক্ষণের জন্য তারবিয়াতি প্রোগ্রাম একটি অপরিহার্য কর্মসূচি। ৬ থেকে ১০ঘণ্টার জন্য এ প্রোগ্রামের আয়োজন করা যেতে পারে। তারবিয়াতি প্রোগ্রামে জনশক্তির মানোন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। শাখা সভাপতির সভাপতিত্বে এ স্বল্প মেয়াদী তারবিয়াতি প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক মনোনীত সদস্য বা কর্মী এতে অংশগ্রহণ করবেন। কেন্দ্র নির্ধারিত নির্দিষ্ট বিষয়ে ওপর কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ আলোচনা করবেন। তবে প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী সদস্য বা কর্মীদের মানোন্নয়নের জন্য লিখিত/ মৌখিক পরীক্ষা, সামষ্টিক পাঠ, দলগতভাবে আলোচনা, অনুশীলন, ব্যক্তিগত কন্ট্রাস্ট ও প্রশ্নোত্তরের বিষয়গুলো তারবিয়াতে প্রাধান্য পাবে।

তারবিয়াতি প্রোগ্রামসূচি

- ▣ অর্থসহ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত
- ▣ ইসলামী সংগীত
- ▣ পরিচিতি গ্রহণ
- ▣ সভাপতির উদ্বোধনী আলোচনা
- ▣ নির্ধারিত বিষয়ের ওপর আলোচনা
- ▣ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা
- ▣ প্রশ্নোত্তর
- ▣ মুনাজাত।

তারবিয়াতি প্রোগ্রাম (দীর্ঘ মেয়াদী)

দীর্ঘ মেয়াদী তারবিয়াতি প্রোগ্রামের পরিধি দুইদিন/তিনদিন/পাঁচদিন/এক সপ্তাহ হতে পারে এবং তা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানেই হতে পারে।

ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণ

একজন ব্যক্তিকে ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যক্তিগত রিপোর্টের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ব্যক্তিগত রিপোর্ট হচ্ছে আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে সারাদিন যে কাজগুলো করা হয়েছে, তারই একটি শ্রেণিবদ্ধ হিসাব। প্রতিদিনের কাজের হিসাব সামনে থাকলে দিনের কাজের নিখুঁত চিত্র ফুটে ওঠে এবং এতে কাজের ভুল ধরা পড়ে এবং আত্মসচেতনতা সৃষ্টি হয়। এ প্রক্রিয়া আত্মগঠনে খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যেহেতু একজন সচেতন ছাত্র নিজেই নিজের কাজের

হিসাব নেওয়ার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারে, তাই ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন সকল স্তরের জনশক্তির জন্য ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণের ব্যবস্থা রেখেছে। সংগঠনের সবাইকে প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার এ রিপোর্ট উর্ধ্বতন জিম্মাদারের কাছে পেশ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল রিপোর্ট দেখে স্বাক্ষরসহ প্রয়োজনীয় লিখিত পরামর্শ দিবেন। শাখা সভাপতি তার ব্যক্তিগত রিপোর্টের ফটোকপি উর্ধ্বতন শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক বরাবর প্রেরণ করবেন। তিনি প্রয়োজনীয় পরামর্শ লিখে ফেরত পাঠাবেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পরামর্শ মেনে চলবেন এবং ফটোকপিটি সংরক্ষণ করবেন। স্মরণ রাখতে হবে- ব্যক্তিগত রিপোর্টের ওপর সংগঠনের সর্বস্তরে যতবেশি গুরুত্ব প্রদান করা যাবে, সংগঠন ততবেশি অগ্রসর হবে।

পত্র-পত্রিকা পাঠ

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক খবরাখবর জানার জন্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকা পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন। পত্রিকার মাধ্যমেই আমরা বিশ্বপরিস্থিতি এবং জাতীয় সমস্যা ও সংকট সম্পর্কে তথ্য পেয়ে থাকি। তাছাড়া দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে সংগঠনের তাত্ক্ষণিক কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে খোদাদ্রোহী শক্তির তৎপরতা ও কার্যক্রম সম্পর্কেও পত্র-পত্রিকা পাঠের মাধ্যমে ধারণা পাওয়া যায়।

সমকালীন উন্নত প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন

সমকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হবে। ইসলাম সমর্থিত সকল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জ্ঞানভাণ্ডারকে ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ করতে হবে। দীনের মহান দাওয়াত সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার পথকে বিস্তীর্ণ ও সুগম করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সাংগঠনিক উদ্যোগও নেওয়া যেতে পারে।

দ্বিতীয় দফা কর্মসূচি আমল ও তাযকিয়াহ (আমল ও আত্মশুদ্ধি)

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন রুহানিয়াত ও জিহাদের একটি সমন্বিত প্রয়াস। এ আন্দোলনের সকল কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন। তাই ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামী বিধিবিধান প্রতিষ্ঠার পূর্বে ব্যক্তিজীবনকে ইসলামের সঠিক নমুনা গড়ে তোলার প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে। সত্যিকারার্থে যারা ব্যক্তিজীবনে ইসলামী শরীয়তের বিধিবিধানকে মেনে চলতে পারে না, তাদের দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব না। নিজের আমল পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা না করে, নিজের আত্মাকে পবিত্র করার চেষ্টা না করে, শুধু সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার শ্লোগান দেওয়া কপটতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছে, “তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন।” (সূরা নূর : ৫৫)

অতএব আমল দূরস্ত করা ছাড়া ইসলাম প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ক্ষীণ এবং আমলের মজবুতি ছাড়া ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দানের কোন সুযোগ নেই।

অন্য আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, “যারা আত্মাকে পবিত্র করেছে, তারাই সফলকাম।”

আত্মার পবিত্রতা ও আধ্যাত্ম চেতনা ব্যতীত ইসলামী আন্দোলনকে কাজিফত লক্ষ্যে পৌঁছানো কিছুতেই সম্ভব নয়।

রাসূল সা. ও সাহাবাগণ আদর্শের প্রতি অবিচল আস্থা রেখেই আধ্যাত্মিক বলে বলিয়ান হয়ে খোদাদ্রোহী শক্তির মোকাবেলায় জয়ী হয়েছেন। তাই ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন রুহানিয়াত ও জিহাদের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সকল প্রকার খোদাদ্রোহী অপশক্তির মোকাবেলা করে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ইশা ছাত্র আন্দোলন মনে করে- পরিশুদ্ধির দীক্ষা না নিয়ে শুধু তুচ্ছ বস্তুকেন্দ্রিক কিংবা ক্ষণস্থায়ী বস্তুজগতের পেছনে ছোট্টাছুটি করার কারণে আজ শিক্ষাজনসহ দেশের সর্বত্র বিপর্যয় ও হতাশা দেখা দিয়েছে। আত্মার পবিত্রতা ছাড়া মহৎ কোন কাজে সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। নিম্নোক্ত আমলগুলো যাথাযথভাবে আঞ্জাম দিলে আত্মশুদ্ধি ও তাযকিয়াহর সঠিক পথ পাওয়া যেতে পারে।

জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা:

সালাত হল ঈমানের সর্বশ্রেষ্ঠ দাবি। সালাত মানুষকে অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখে এবং সৎকর্মের প্রতি উৎসাহিত করে। জামাআতের সাথে সালাত আদায় করাই হল সালাত পড়ার সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি। ইশা ছাত্র আন্দোলনের সকল স্তরের ছাত্রদেরকে সালাতে পাবন্দ হতে হবে এবং নিজেদের পরিবার ও সমাজে সালাত কায়েমের জন্য চেষ্টা চালাতে হবে।

ইত্তেবায়ে সুন্নাত:

দীনকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করতে হলে ব্যক্তিজীবনে দীনের আদর্শকে বিজয়ী করতে হবে। ব্যক্তিজীবনে রাসূল সা.-এর সুন্নাতের অভাব পরিলক্ষিত হলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সুন্নাত প্রতিষ্ঠার কথা বলা যাবে না। তাই আমাদেরকে ব্যক্তিজীবনে সুন্নাতের ইত্তেবা করতে হবে। দাড়ি, টুপি, পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে চলন-বলন, মোয়ামালাত-মোয়াশারাতসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ সুন্নাতের ইত্তেবা করার সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। প্রতিটি কাজ করার পূর্বে জেনে নিতে হবে এ ব্যাপারে রাসূল সা.-এর নির্দেশনা কী? অতঃপর ঠিক সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

জিকরুল্লাহ:

মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, “তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।”

অন্যত্র ঘোষণা করেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহর জিকিরের দ্বারা আত্মা প্রশান্তি লাভ করে।”

আল্লাহর ধ্যান-খেয়াল সদা জাগ্রত রাখাই প্রকৃত মুমিনের আলামত। যে ব্যক্তির অন্তর সদা আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকে, সেই কামিয়াব। এছাড়াও আল্লাহর ধ্যান-খেয়াল জাগ্রত করার জন্য প্রতিদিন সকাল-বিকাল বিশেষভাবে জিকির করতে হবে।

সংক্ষিপ্ত জিকিরের পদ্ধতি :

ফজর ও মাগরিবের সালাতের পর দো-জানু হয়ে কিবলামুখি হয়ে বসতে হবে। প্রথমে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়তে হবে। এরপর ধারাবাহিকভাবে দুর্রুদ শরীফ ৩বার, ইস্তিগফার ৩বার, সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩বার, আল্লাহু আকবার ৩৪বার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ১০০বার, ইল্লাল্লাহ ১০০বার, আল্লাহ ১০০বার এবং দুর্রুদ শরীফ ৩বার। সবশেষে দু’আ ও মুনাজাতের মাধ্যমে জিকির শেষ করতে হবে।

কুরআন তিলাওয়াত :

যে কুরআনের বিধান সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই তার তিলাওয়াত অবশ্যই সহীহভাবে জানতে হবে। এর অর্থ, ব্যাখ্যাও জানা থাকা চাই। এজন্য প্রতিদিন নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে। অর্থসহ তিলাওয়াতের প্রতিজ্ঞা রাখতে হবে। কমপক্ষে প্রতিদিন এক রুকু তিলাওয়াত করতে হবে।

শবণ্ডজারি :

মাসিক শবণ্ডজারি আত্মগঠন ও কর্মী গঠনের একটি উৎকৃষ্ট উপায়। প্রতিমাসে নির্দিষ্ট তারিখে কোন মসজিদে, প্রতিষ্ঠানে বা সংগঠনের কার্যালয়ে শবণ্ডজারির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শবণ্ডজারির স্থান নির্ধারণের পূর্বে অবশ্যই থাকা-খাওয়া, প্রোগ্রাম পরিচালনা ও আনুষঙ্গিক দিক বিবেচনা করতে হবে, যাতে কোন

প্রতিকূলতা সৃষ্টি না হয়।

শবণ্ডজারির কর্মসূচি :

শবণ্ডজারির কর্মসূচি বাদ মাগরিব থেকে শুরু হবে। বাদ মাগরিব আওয়াবীন সালাত আদায়ের পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত তিলাওয়াত ও ইজতেমায়ী জিকিরের মাধ্যমে শবণ্ডজারির কর্মসূচি শুরু করতে হবে। সংগঠনের অপেক্ষাকৃত মুত্তাকী সদস্য অথবা কোন পরহেজগার আলেম হালকায়ে জিকির পরিচালনা করবেন। জিকিরের পূর্বে মৃত্যুকালীন অবস্থা, কবরের আজাব, কিয়ামত দিবস, জাহান্নাম-এসব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে উপস্থিত মজলিসে খোদাভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। জিকিরের পর গুনাহ মার্ফের জন্য করুণ আকুতি, সকলের কল্যাণ কামনা ও সকল কাজের সফলতার জন্যে রাব্বুল আলামীনের কাছে মুনাজাত করতে হবে।

ইশার সালাতের বিরতির পর এক বা দুইজন সংগঠনের অপেক্ষাকৃত যোগ্য ও তাকওয়াসম্পন্ন ব্যক্তি বা কোন মুত্তাকী আলেমের মাধ্যমে রুহানিয়াত, তাকওয়া, সুন্নাতের গুরুত্ব, আমলের গুরুত্ব, দীনের রাস্তায় জান-মাল কুরবানীর ফযীলত, সংকাজের আদেশ, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা, জিহাদের গুরুত্ব, না করার পরিণাম, শরীয়তের ওপর আমল না করার কুফল ও ভয়াবহতা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোচনা, সূরা মশক ও নামাযের প্রশিক্ষণ প্রভৃতি করা যেতে পারে।

রাতের পানাহার সেরে একই সাথে সবাই নিদ্রা যেতে হবে। পানাহারের পর আলোচনা করা উচিত নয়। তাহাজ্জুদের সময় সবাইকে একই সাথে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতে হবে। তাহাজ্জুদের পর সংক্ষিপ্ত বয়ান, ইজতেমায়ী জিকির ও মুনাজাত করে শবণ্ডজারি কর্মসূচি শেষ করতে হবে। ফজরের সালাতের পর শরীর চর্চা ও সকালের নাস্তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যদি ফজরের পূর্বে জিকির করা সম্ভব না হয়, তাহলে ফজরের পর জিকির আদায় করতে হবে। শবণ্ডজারির মাধ্যমে যেমন কর্মীদের আমলী মান বৃদ্ধি পায়, তেমনি পারস্পরিক সম্পর্কও গভীর হয় এবং এর মাধ্যমে ইজতেমায়ী জিন্দেগীর একটা আদর্শ নমুনা ফুটে ওঠে।

সোহবতে সালাহ (আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য)

আল্লাহওয়ালাদের সংস্পর্শ ব্যতীত পৃথিবীতে কেউ ওলী হতে পারেননি। এমনকি, সঠিক পথের সন্ধান পেতে হলেও হক্কানী উলামায়ে কেরাম ও বুজুর্গানে দীনের সংস্পর্শ প্রয়োজন। তাই ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন হক্কানী উলামায়ে কিরামের প্রোগ্রাম, তাঁদের মূল্যবান বয়ান ও সান্নিধ্যকে রুহানিয়াতের অন্যতম উপায় হিসেবে গ্রহণ করে।

অতএব প্রত্যেক কর্মীকে সাধ্য অনুযায়ী উলামায়ে কেরাম ও বুজুর্গদের সান্নিধ্যলাভে সচেষ্ট হতে হবে। এ পৃথিবীতে স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী যেকোন শিক্ষা অর্জন কিংবা তা প্রয়োগের জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন। পাঠ্যপুস্তক, নোট-গাইড ছাড়াও অসংখ্য সহায়ক উপকরণ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক ছাড়া কোন শিক্ষাই পূর্ণতা লাভ করে

না। বস্তুজগতের দৃশ্যমান শিক্ষার ব্যাপারটাই যেখানে এমন, সেক্ষেত্রে অদৃশ্যমান আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য শিক্ষকের বা পরামর্শকের প্রয়োজনীয়তা কত বেশি! অবশ্যই অতিমাত্রায় প্রয়োজন। এজন্য দীনের পরিপূর্ণ অনুসারী হক্কানী পীর-মাশায়েখের হাতে বায়াত গ্রহণের জন্য ইশা ছাত্র আন্দোলন গুরুত্বারোপ করে থাকে। ইসলামী আন্দোলনের একজন রাহবার হিসেবে ব্যক্তিগতভাবেই নিজের পরিশুদ্ধির জন্য সকল কর্মীকে বায়াত গ্রহণের ব্যাপারে আন্তরিক হতে হবে। আমরা একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আধ্যাত্মিকতাশূন্য বিশাল জনশক্তি অসাড়় বিরাটাকার মৃতদেহের তুল্য। তাই পার্থিব প্রভাব ও শক্তি বৃদ্ধির চেয়ে ইশা ছাত্র আন্দোলন আধ্যাত্মিক ও ঈমানী শক্তির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

অতএব ছাত্র আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে শরীয়তের ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতের যথাযথ আমলের চেষ্টা করতে হবে। সাথে সাথে হারাম, মাকরুহ, নাজায়েয কার্য পরিহার করা উচিত। গীবত, অহংকার, ক্রোধ, কুধারণা ইত্যাদি পরিহার করে লিলাহিয়াত, তাকওয়া, সবর, শোকর ইত্যাদি সংগুণ অর্জন করা উচিত।

নফল ইবাদত

আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়তে হলে বেশি বেশি নফল ইবাদতের অভ্যাস করতে হবে। নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে ইশরাক, আওয়াবীন ও তাহাজ্জুদের ফযীলত অত্যন্ত বেশি। তাই এসব সালাত আদায়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। সাথে সাথে প্রতিদিন যেসব নফল সালাতের প্রতি হাদীসে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সেগুলোও আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। নফল সালাত আদায় করাকে অভ্যাসে পরিণত করতে পারলে সকল ইবাদত অত্যন্ত সহজ হয়ে যাবে।

যুবকদের ক্ষেত্রে নফল রোযার গুরুত্ব হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। তাই আমাদেরকে নফল রোযার অভ্যাস হতে হবে। তাছাড়া শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচার জন্য আমরা সার্বক্ষণিক আল্লাহর জিকির জবানে জারি রাখতে পারি।

খেদমতে খালুক

পরোপকার একটি উত্তম ইবাদত। ইসলামী আন্দোলনের একজন সৈনিক হিসেবে প্রতিদিন আমাদেরকে মানুষের খেদমতে কিছু সময় ব্যয় করা উচিত। সাধ্য অনুযায়ী আমরা প্রতিদিন মানুষের কোন না কোন উপকার করতে পারি। সহপাঠী, ইসলামী আন্দোলনের সহকর্মীদের সহযোগিতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে আল্লাহ ও রাসূল সা. কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন। এমনকি আল্লাহর রাসূল সা. ঘোষণা করেছেন, “যে তার প্রতিবেশীকে ক্ষুধার্ত রেখে পেটভর্তি করে খায়, সে ঈমানদার হতে পারে না।”

অতএব একজন ঈমানদার ও দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদেরকে অসহায় প্রতিবেশী, অনাথ, দুঃস্থ ও মজলুম মানবতার ডাকে অবশ্যই সাড়া দিতে হবে। মানবতার প্রশ্নে সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে জানমালের সহযোগিতা ছাড়াও সম্মিলিতভাবে সামাজিক খেদমত করা যেতে পারে।

তৃতীয় দফা কর্মসূচি

তাবলিগ (দাওয়াত)

সকল প্রকার খোদাদ্রোহী তাগুতী মত ও পথ অস্বীকার করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্ব ও রাসূলুল্লাহ সা.-এর আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ করা এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের শরীক হবার আহ্বান করা।

দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা

মহান রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করে তাদের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য ভালো-মন্দ দু'টি দিকই রেখেছেন। প্রকৃত ভালো ও কল্যাণের পথ কোনটি, মানুষের স্থূল বুদ্ধি বিবেক দিয়ে তা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তাই বিশ্বমানবতাকে কল্যাণের সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবী-রাসূলগণ আল্লাহর নির্দেশে পথহারা বিভ্রান্ত মানবগোষ্ঠীকে কল্যাণের পথে আহ্বান করেছেন। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর তিরোধানের পর পৃথিবীতে নবী-রাসূল আগমনের পথ রুদ্ধ হয়ে গেলেও সঠিক আদর্শ ও কল্যাণের দিকে আহ্বানের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়নি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দাওয়াতের এই মহান দায়িত্ব অর্পণ করেছেন উম্মতে মুহাম্মাদীকে।

আল্লাহ পবিত্র কালামে পাকে ঘোষণা করেছেন, “আহ্বান জানাও তোমার প্রভুর পথে; প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও উত্তম বক্তব্যের মাধ্যমে।”

আল্লাহর এই নির্দেশ সকল উম্মতে মুহাম্মাদীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দীনের সঠিক পথের সন্ধান পাওয়ার জন্য যে পর্যাপ্ত ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের প্রয়োজন, তা অধিকাংশ মানুষের মাঝেই নেই। তাই দীনি দাওয়াতের সুমহান দায়িত্ব সবাই পালন করতে পারে না। কিন্তু যারা সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে এবং প্রকৃত শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ খুঁজে পেয়েছে, সেই কল্যাণ ও শান্তির আহ্বানকে অপরাপর মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া তাদের ঈমানী দায়িত্ব। এ মহান দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকার কোন সুযোগ নেই; বরং তা হবে আল্লাহর নির্দেশের স্পষ্ট লঙ্ঘন। সুতরাং নবীর অবর্তমানে দাওয়াতের যে দায়িত্ব গোটা উম্মতের ওপর অর্পিত হয়েছে, গোটা জাতি যদি এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তাহলে জাতির একটি অংশকে এ দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে; নয়তো গোটা জাতি গুনাহগার হবে। তাছাড়া আরো যেসব কারণে তাবলিগ ও দাওয়াত ইসলামী আন্দোলনের একটি অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেগুলো হল—

ক. দীন ইসলামের প্রসারের জন্য।

খ. দাওয়াত জিহাদের পূর্বশর্ত।

গ. ব্যক্তির আত্মশুদ্ধির জন্য। দাওয়াতের মাধ্যমে ব্যক্তির তাকিয়াহ অর্জিত হয় এবং এর দ্বারা সত্যিকারার্থে অন্তরে দীনের মোহাব্বত সৃষ্টি হয়।

ঘ. দীনি সংগঠনের সম্প্রসারণের জন্য।

ঙ. দীনকে বিজয়ী করার জন্য।

চ. কর্মী গঠন করার জন্য।

ছ. নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জনের জন্য।

জ. আন্দোলনকে গণমুখী করার জন্য।

একথা মনে রাখতে হবে, ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের দাওয়াত দীনকে (ইসলামকে) বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার দাওয়াত, পূর্ণাঙ্গ দীনের দাওয়াত। সে লক্ষ্যে একজন ছাত্রকে জাহিলিয়াত, অপসংস্কৃতি ও সকল প্রকার খোদাদ্রোহী হিংস্র মতাদর্শের বেড়াজাল থেকে বের করে এনে তেজোদীপ্ত ঈমানী বলে বলিয়ান করে সঠিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী গঠন করে একজন খাঁটি মুমিন-মুসলমানে পরিণত করতে ছাত্র আন্দোলন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

দাওয়াতের বিষয়

আমাদের দাওয়াত হবে মোটামুটিভাবে চারটি বিষয়ে—

ক. ঈমানের দাওয়াত : ছাত্রসমাজের ঈমান-আকীদাকে পরিশুদ্ধ করে শরীয়তের বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

খ. ইলমের দাওয়াত : ব্যাপক দীনি ইলমের অভাবই আজ ছাত্রসমাজের বিভ্রান্তি, আদর্শহীনতা ও অধঃপতনের কারণ। তাই নির্ভেজাল দীনি জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ইসলামী জ্ঞানার্জনের চেতনায় তাদেরকে উজ্জীবিত করতে হবে।

গ. আমলের দাওয়াত : ছাত্র সমাজের ঈমান-আকীদাকে পরিশুদ্ধ করে শরীয়তের বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

ঘ. সমাজ পরিবর্তনের দাওয়াত : সমাজে ইসলামের প্রতিকূল পরিবেশ বিরাজ করলে ব্যক্তিজীবনেও ইসলামকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। জীবনের সকল পর্যায়ে যতদিন পর্যন্ত ইসলাম পূর্ণতা না পাবে, ততদিন ঈমানের সঠিক দাবি পূরণ হবে না। তাই ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য ছাত্রসমাজের প্রতি আহ্বান জানাতে হবে।

একথা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, এ সমাজ জাহেলী সমাজ। এ সমাজব্যবস্থাকে কোন মুমিন-মুসলমান মেনে নিতে পারে না। কারো একার পক্ষে বা বিচ্ছিন্নভাবে এ জাহেলী সমাজব্যবস্থা ও খোদাদ্রোহী শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। তাই বর্তমান সমাজকাঠামোর পরিবর্তন ও ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন একটি সংঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল বাহিনী। দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তির লক্ষ্যে একটি খোদাভীরু নেতৃত্বের অধীনে সমাজ পরিবর্তনের

আন্দোলনে দেশের আদর্শপ্রত্যাশী ছাত্রসমাজকে দাওয়াতের মাধ্যমে সংগঠিত করা ইশা ছাত্র আন্দোলনের কর্মীদের প্রধান দায়িত্ব। এ দফা (দাওয়াত) বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত কাজগুলো আঞ্জাম দিতে হবে—

ক. ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন।

খ. সংঘবদ্ধভাবে দাওয়াত।

গ. সাপ্তাহিক বৈঠক (সমর্থক বৈঠক)।

ঘ. দাওয়াতি সভা।

ঙ. তা'লিমি সফর।

চ. আলোচনা সভা, ওয়াজ মাহফিল ও সেমিনার।

ছ. সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা।

জ. পোস্টারিং, দেয়াল লিখন, স্টিকার, লিফলেট, পরিচিতি ও সাংগঠনিক বই বিতরণ, দেয়ালিকা, সাময়িকী প্রকাশ।

ঝ. ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় সংবাদ প্রকাশ, মোবাইল SMS ও মেইল বার্তা প্রেরণ ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন ও হিকমতের সাথে আহ্বান করা :

দাওয়াতে দীনের সর্বোৎকৃষ্ট পস্থা হল দীনি ভাইদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন। হিকমত অবলম্বনের মাধ্যমে সর্বত্রই ছাত্র ভাইদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। এমনকি একজন অপরিচিত ছাত্রের সাথেও আমরা ইসলামের সুমহান আদর্শের আকর্ষণে অতি সহজেই সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি। দীনের স্বার্থে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই আমরা বিভিন্ন মহলের ছাত্রদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলব। এক্ষেত্রে আমাদের মাঝে কোন দ্বিধা, সংকোচ বা বৈষম্য থাকবে না। নিম্নোক্ত পস্থাগুলো অবলম্বন করে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে হিকমতের সাথে দাওয়াত দেওয়া যেতে পারে।

মানসিক প্রস্তুতি : দাওয়াতি কাজ করার জন্য দা'য়ীকে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হয়। মূলত একজন মুসলমান হিসেবে যেকোন সময় যে কাউকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমাদেরকে সামগ্রিকভাবে প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। যখন যেখানে দাওয়াতের ন্যূনতম সুযোগ পাওয়া যাবে, তার পুরোটাই যেন যথাযথভাবে কাজে লাগানো যায়, সে মানসিকতা সৃষ্টি করা ইসলামী আন্দোলনের প্রত্যেক স্তরের জনশক্তির একান্ত দায়িত্ব। কোথাও একটিমাত্র বাক্য বলার সুযোগ পেলেও তা কাজে লাগাতে হবে। অন্যভাবে বললে— সুযোগ পেলে কেবল তা নয়; বরং সুযোগ করে নেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাতে হবে। এছাড়াও বিশেষ ব্যক্তি বা ক্ষেত্রে দাওয়াত প্রদানের জন্য দা'য়ীকে বিশেষ জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। মানসিকভাবে বিশেষ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। সেক্ষেত্রে অবশ্যই পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, ইসলাম একাকী পালন করার ধর্ম নয়। কাজেই প্রতিটা মুহূর্তেই দাওয়াতের ফিকির মাথায় রাখতে হবে। সুযোগ করে নিয়ে তা বাস্তবায়নও করতে

হবে। চুপ করে বসে থাকার চেয়ে দীনের কথাটা বলে ফেললেন তো আপনি লাভবান হলেন।

ব্যক্তি নির্বাচন: যদিও দাওয়াত সবার ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য, তথাপি হিকমতের স্বার্থে লক্ষ্য স্থির করে দাওয়াত দেয়া উচিত। কারণ মানুষের মন-মানসিকতা ও মেজাজ তবিয়তে বৈপরিত্য রয়েছে। তাই প্রথমেই মেজাজ বুঝে দাওয়াতের জন্য ব্যক্তি নির্বাচন করতে হবে। ব্যক্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত গুণের অধিকারীদেরকে বিশেষভাবে নির্বাচন করতে হবে।

১. মেধাবী ২. প্রভাবশালী ৩. কর্মঠ ৪. ধনী।

ভ্রাতৃত্ব স্থাপন: টার্গেটকৃত ছাত্রদের কাছে প্রথমেই সংগঠনের দাওয়াত না দিয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতার এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে তিনি দায়ীর প্রতি পূর্ণ আস্থা আনতে পারেন এবং দায়ীকে প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করেন।

মূল বক্তব্য উপস্থাপন: টার্গেটকৃত ছাত্রদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের পর অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে পর্যায়ক্রমে তার কাছে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে, ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে তিনি কী রকম ধারণা পোষণ করেন। যদি তিনি পূর্ব থেকেই মনে মনে ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন (এমন ভাব প্রকাশ করেন), অথচ কোন সংগঠনের সাথে জড়িত নন, তাহলে অযথা দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা বিরক্ত না করে সরাসরি ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের কাজে সক্রিয়ভাবে জড়িত হওয়ার দাওয়াত দেওয়া যেতে পারে। আর যদি ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে কোন ধারণাই না থাকে অথবা বিরূপ ধারণা থাকে অথবা অন্য কোন মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট থাকেন, তাহলে নিম্নলিখিত ধারা অবলম্বন করে মূল বক্তব্যের দিকে সতর্কতার সাথে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

১. কোন ভ্রাতৃ মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকলে তার অসারতা ও কুফল তুলে ধরতে হবে, সাথে সাথে একজন মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।
২. হিকমতের সাথে ইসলামের সঠিক আকীদা ও ইসলামী আন্দোলনের সহীহ ধারা তুলে ধরে ভ্রাতৃ মত ও পথ থেকে সরানোর চেষ্টা করতে হবে।
৩. মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও মৃত্যুর পর আল্লাহর কাছে জবাবদিহীতার কথা স্মরণ করিয়ে আমলের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে।
৪. ইসলামই একমাত্র ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির গ্যারান্টি দিতে পারে— একথা বাস্তবতার আলোকে বিশ্লেষণ করতে হবে।
৫. ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া কোন সমস্যার স্থায়ী সমাধান ও মানবতার মুক্তি সম্ভব নয়— একথা বুঝাতে হবে।
৬. একটি সুসংগঠিত জনগোষ্ঠী ও ব্যাপকভিত্তিক আন্দোলন ছাড়া দীন প্রতিষ্ঠা সম্ভব

নয়— একথা বুঝাতে হবে।

৭. দীন প্রতিষ্ঠার জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য প্রত্যক্ষভাবে সাংগঠনিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাতে হবে।

সংঘবদ্ধ দাওয়াত

ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াতকে সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্যে প্রতি সপ্তাহে অথবা প্রতিমাসে নির্ধারিত একদিন সংগঠনের প্রত্যেক শাখা সংঘবদ্ধভাবে তৎপরতা চালাতে পারে। কোন বিশেষ প্রোগ্রাম উপলক্ষেও এভাবে দাওয়াত দেওয়া যেতে পারে। দাওয়াতে দীনের ক্ষেত্রে এটি একটি উত্তম প্রক্রিয়া। এ পদ্ধতি অনুসরণ করলে আন্দোলনের ব্যাপক প্রচার-প্রসারের পাশাপাশি নতুন সাথীরা দাওয়াত দানের পদ্ধতি সহজেই আয়ত্ত করতে পারে এবং সংগঠন সম্পর্কে তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। সংঘবদ্ধ দাওয়াতের এই পদ্ধতি সংগঠনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস, গ্রাম, ইউনিয়ন, থানাসহ প্রত্যেক শাখা অনুসরণ করতে পারে।

সাপ্তাহিক বৈঠক (সমর্থক বৈঠক)

দাওয়াতে দীনকে গতিশীল করার লক্ষ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস ও মহল্লায় ছাত্রদেরকে নিয়ে নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠক করা একান্ত প্রয়োজন। যেখানে সংগঠনের দু'তিনজন সমর্থক বা শুভাকাঙ্ক্ষী রয়েছে, সেখানেও নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠক করতে হবে। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন নির্দিষ্ট সময়ে এ বৈঠক করতে হবে। এ বৈঠক সর্বোচ্চ ২০ মিনিট স্থায়ী হবে। উল্লিখিত সময় কিতাবী তা'লিম, ব্যক্তিগত পরিচিতি ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে কাটাতে হবে। প্রত্যেক সাপ্তাহিক বৈঠককে কেন্দ্র করে সংগঠনের প্রত্যেক সদস্য, কর্মী ও মুবাল্লিগ ব্যক্তিগত দাওয়াতি কাজ করতে পারেন। এ নিয়মে পরিচালিত সাপ্তাহিক বৈঠককে সমর্থক বৈঠকও বলা হবে। তবে দায়িত্বশীলদের সাপ্তাহিক শিক্ষাবৈঠক সম্পূর্ণ আলাদা।

দাওয়াতি সভা

দাওয়াতি সভা মাসিক হতে পারে, পাক্ষিকও হতে পারে। নতুন বন্ধুদের নিকট সংগঠনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার এটি একটি উত্তম পদ্ধতি। দাওয়াতি সভার তারিখ ও স্থান পূর্বেই নির্ধারণ করতে হবে। সংগঠনের সকল জনশক্তি মাস/পাক্ষিক্যাপী নতুন বন্ধুদেরকে এ প্রোগ্রামের জন্য দাওয়াতি কাজ করাবেন। প্রত্যেকেই চেষ্টা করবেন কে কত বেশি বন্ধুদেরকে এ প্রোগ্রামে যথাসময়ে উপস্থিত করাতে পারেন। প্রয়োজনে প্রোগ্রামের আয়োজকদের নাম উল্লেখ না করে দাওয়াতি কাজ করা যেতে পারে। দাওয়াতি সভার আলোচ্যসূচি নিম্নরূপ—

কুরআন তিলাওয়াত : ৫মি.

ইসলামী সংগীত : ৫মি.

পরিচিতি : ৫মি.

ইসলামী সংগঠনের প্রতি উদ্বুদ্ধমূলক আলোচনা : ১৫মি.

নবীনদের সদস্য ফরম পূরণ : ১৫মি.

সমাপনী বক্তব্য, দু'আ ও মুনাজাত : ৫মি.

তা'লিমি সফর

বিপ্লবী সংগঠনের জন্য গণদাওয়াত একটি অপরিহার্য বিষয়। আর তা'লিমের মাধ্যমে বিপ্লবের মূলমন্ত্র জনগোষ্ঠীকে অনায়াসেই উপলব্ধি করানো যায়। তাই তা'লিমি ও দাওয়াতি সফরের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তবে এ কাজ করতে গিয়ে অবশ্যই শৃঙ্খলাসহ সার্বিক সফলতার দিকে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। নিম্নের নির্দেশনা অনুযায়ী এ দাওয়াতি সফর পরিচালনা করতে হবে—

▣ প্রথমত যে সকল মসজিদে (আপনার জেলার) বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটি কর্তৃক মাসিক ইজতেমা বা ব্যাপকভিত্তিক হালকা হয়, সে সকল মসজিদে দাওয়াতি সফর করা যেতে পারে। দাওয়াতি সফরের পূর্বে স্থানীয় মুজাহিদ কমিটি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর দায়িত্বশীল, সমর্থক, শুভাকাঙ্ক্ষী ও ছাত্র আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলদের সাথে পরামর্শ করা যেতে পারে। যারা সফর করবে তাদের মধ্য থেকে একজন যোগ্য জেলা দায়িত্বশীলকে (কমপক্ষে কর্মী) সকলের মতামতের ভিত্তিতে জিম্মাদার নির্ধারণ করতে হবে। দাওয়াতি সফর ২৪ ঘণ্টা কিংবা ৩দিন/১০দিনের জন্য হতে পারে। সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্দিষ্ট স্থান থেকে ইশরাক সালাত পড়ে দাওয়াতি সফর সফলের জন্য মোনাজাত করে বের হতে হবে।

▣ দাওয়াতি সফরে বের হওয়ার পূর্বে দাওয়াতের উদ্দেশ্য ও শৃঙ্খলার ব্যাপারে শাখা সভাপতি বা তার প্রতিনিধি দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা করবেন।

▣ ইশরাকের পর ঐ স্থান থেকে জিকিরের সাথে দাওয়াতের ফিকির নিয়ে নির্দিষ্ট মসজিদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে। সংশ্লিষ্ট মসজিদে গিয়ে প্রথমে মসজিদের বারান্দায় মালামাল রেখে দু'রাকাত সালাতুল হাজত পড়ে সার্বিক কর্মসূচি নিয়ে মাশওয়ারা করতে হবে।

▣ মাশওয়ারা আনুমানিক ৩০মিনিট (বিষয় : খেদমতের সাথী, দায়িত্ব বণ্টন, খরচ, এলান, বয়ান, মসজিদের আদব)।

▣ গোসল ও বিশ্রাম ১ঘণ্টা।

সামষ্টিক পাঠ : যোহরের আযানের আগে ৪৫মি. (পুস্তক: বেহেশতী জেওর/ তাম্বিহুল গাফিলীন)

▣ নামাযের পর তা'লিমের জন্য এলান (বাকী নামায বাদ তা'লিম হবে। আমরা সকলেই বসি। ইনশাআল্লাহ বহুত ফায়দা হবে)।

▣ তা'লিম কমপক্ষে ১০মিনিট।

▣ খানা খাওয়ার আদব ও সুন্নাতের আলোচনা: ২০মি.।

▣ খানা গ্রহণ ও ক্বায়লুল্লাহ।

▣ সূরা ও মাসনুন দু'আ মাশুক : ৩০মি.।

সামষ্টিক পাঠ : (পুস্তক) ফাজায়েলে তা'লিম (বামুক কর্তৃক প্রকাশিত)।

▣ আসরের নামাযের পর দাওয়াতের জন্য গ্রুপ ভাগ করা, বাদ মাগরিব এলানকারী, জিকির পরিচালক ও জিকিরের পরের বয়ানকারী নির্ধারণ করা (১০মি.)।

▣ মাশওয়ারার পর মাগরিব পর্যন্ত গ্রুপভিত্তিক দাওয়াত।

দাওয়াতের প্রক্রিয়া : একজনকে মালামাল পাহারার জন্য রেখে বাকী ৩জন বা প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রুপভিত্তিক দাওয়াতের জন্য বের হতে হবে। একজনকে রাহবার ও একজনকে মুতাকাল্লিম বা আলোচক নির্ধারণ করতে হবে। রাস্তার ডান পাশ দিয়ে সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী হাঁটতে হবে। এ কাফেলা চলার সময় ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পারস্পরিক আলোচনা করতে হবে। ট্যাগেটকৃত ছাত্র অথবা পথিমধ্যে যে সকল ছাত্র পাওয়া যায় এবং কথা বলাও সম্ভব (অর্থাৎ অধিক ব্যস্ত নয়) তাদেরকে জান্নাত-জাহান্নাম, আমরা কোথায় ছিলাম, কেন এসেছি এবং কোথায় যাব— এ বিষয়ে সর্বোচ্চ পাঁচ মিনিট আলোচনা করে মাগরিবের জামাতে অংশগ্রহণ এবং পরবর্তী বয়ান শোনার জন্য ওয়াদা করাতে হবে। এভাবে যতক্ষণ সম্ভব দাওয়াতি কাজ করে মাগরিবের জামাতে তাকবীরে উলার সাথে শরীক হতে হবে।

▣ মাগরিবের নামাযের পর এলান (আলহামদুলিল্লাহ! ভাই একটি এলান শুনি, সুন্নাতের পর হালকায়ে জিকির ও দীনি আলোচনা হবে আমরা সকলে বসার চেষ্টা করি)।

বয়ানের বিষয় : মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও ঈমানের দাবী, সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা (ইশার আযান পর্যন্ত)। ইশার নামাযের পর তা'লিমের এলান (ইনশাআল্লাহ বাকী নামায বাদ কিতাবী তা'লিম হবে, আমরা সকলে বসার চেষ্টা করি)।

▣ তা'লিম ১০মিনিট (মাওয়ায়েযে কারীমিয়া/ তাম্বিহুল গাফিলীন)।

▣ সাংগঠনিক তারবিয়াত : সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য ও কর্মসূচি মুখস্থকরণ ও পর্যালোচনা ১ঘণ্টা।

সূরা মশুক: সূরা আল-ফাতিহা থেকে সূরা লাহাব পর্যন্ত ও প্রয়োজনীয় মাসআলা (অযু, গোসল, তায়াম্মুম, নামাযের ফরয-ওয়াজিব) ৩০মি.।

▣ ঘুমের আদব সম্বন্ধে মুযাকারা/আলোচনা ১০মি.।

▣ ঘুম।

▣ তাহাজ্জুদ।

▣ ফযরের সালাত।

সালাতের পর জিকির: (ইশরাক পর্যন্ত) অতঃপর ইশরাকের নামায আদায়।

▣ এলাকায় গ্রুপভিত্তিক দাওয়াত (বাদ আছরের দাওয়াতের অনুরূপ) তবে এক্ষেত্রে

আশপাশে কোন আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকলে সেখানে যাওয়া যেতে পারে সেখানে মতবিনিময়, আমাদের সংগঠনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে হবে। সম্ভব হলে সদস্য ফরম পূরণ করানোর চেষ্টা চালাতে হবে।

■ দাওয়াতি মাসওয়ারা (মসিজদে) এলাকার সাথীদের সাথে (বিষয় : কার্যক্রমের পর্যালোচনা, দাওয়াতের শিক্ষা, আগামী জন্ম তাশকীল)।

■ সকালের নাস্তা।

■ এলাকার দীনদার, বয়স্ক জিম্মাদার সাথীর নসীহত ও আখেরী মুনাজাত।

■ নিজ নিজ এলাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা।

দাওয়াতি সফর:

দাওয়াতে দীনের স্বার্থে এবং সর্বত্র আন্দোলনের তৎপরতাকে গতিশীল করে তোলার জন্য বিভিন্ন মহল্লায়, শাখায় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সফর করা যেতে পারে। দাওয়াতি সফরের কর্মসূচি হবে নতুন জায়গায় সংগঠনের দাওয়াত পৌঁছানো বা সদস্য তৈরি করা, নিষ্ক্রিয় সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে সক্রিয় করে তোলা, নতুন নতুন শাখা গঠন করা এবং নিষ্ক্রিয় শাখাকে সক্রিয় করা ইত্যাদি।

আলোচনা সভা, ইসলামী সম্মেলন ও সেমিনার:

আলোচনা সভা : কোন নির্দিষ্ট বিষয়, ঐতিহাসিক ঘটনা, কোন মহান ব্যক্তির জীবনীর ওপর কোন নির্দিষ্ট স্থান বা হলরুমে উপযুক্ত সময় সাপেক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা যেতে পারে। আলোচনা সভায় একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আলোচনার জন্য দাওয়াত দেওয়া যেতে পারে।

ইসলামী সম্মেলন : দীনের দাওয়াত প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থানীয় জনগণের সহায়তায় ইসলামী সম্মেলনের আয়োজন করা যেতে পারে। সম্মেলনে বিশিষ্ট একজন আলেম অথবা একাধিক আলেমকে দাওয়াত দিতে হবে। স্থানীয় কোন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে সম্মেলনের সভাপতি করা যেতে পারে।

সেমিনার : কোন গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের উপর উপযুক্ত স্থানে সেমিনারের ব্যবস্থা করতে হয়। সেমিনারে একজন বিজ্ঞ গবেষক মূল বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ পাঠ করবেন। তারপর দীনদার সচেতন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ নির্ধারিত বিষয়ের ওপর গঠনমূলক আলোচনা করবেন। এসব কর্মসূচি (আলোচনা সভা, ইসলামী সম্মেলন ও সেমিনার) বাস্তবায়নে শাখাকে অবশ্যই নিজ অবস্থা জানিয়ে কেন্দ্র থেকে অনুমতি ও পরামর্শ নিতে হবে।

সাংস্কৃতিক কার্যক্রম:

কর্মীদের মাঝে বিভিন্নমুখী প্রতিভা রয়েছে। তাদের এ সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য। এজন্য সাহিত্যপ্রিয়, সংস্কৃতিমনা ছাত্রদের নিয়ে কেন্দ্রের অনুমোদন সাপেক্ষে সাংস্কৃতিক ফোরাম করা যেতে পারে। এ ফোরাম সাহিত্য সভা, ইসলামী সংগীত চর্চা, দেয়ালিকা প্রকাশ, সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠান ইত্যাদি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে। ইসলামী সংগীতের সিডি এবং সাময়িকী প্রকাশ করতে পারবে; তবে সেক্ষেত্রে পূর্বে কেন্দ্রের অনুমোদন নিতে হবে।

পোস্টারিং, দেয়াল লিখন, স্টিকার, লিফলেট, পরিচিতি ও সাংগঠনিক বই বিতরণ, দেয়ালিকা, সাময়িকী ও সিডি প্রকাশ:

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও উপলক্ষকে কেন্দ্র করে পোস্টারিং করা যেতে পারে। দাওয়াতি পক্ষ/মাস, রমযানের আহ্বান প্রভৃতি উপলক্ষে পোস্টারিং করা হয়ে থাকে। নতুন ছাত্রদের কাছে ছাত্র আন্দোলনের দাওয়াত পৌঁছানোর সময় তাদেরকে সংগঠনের পরিচিতি দিতে হবে। প্রত্যেকটি দাওয়াতি কাজে সংগঠনের পরিচিতি সাথে রাখতে হবে। বিভিন্ন ইস্যুতে লিফলেট ও অন্যান্য দাওয়াতি উপকরণ ছাত্রদের মাঝে বিলি করা যেতে পারে। দাওয়াতি কাজের স্বার্থে দেয়ালিকা, স্মারক, সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা যেতে পারে।

যে কোন প্রোগ্রামে বা ইস্যু উপলক্ষে অথবা যেকোন সময়ে সংগঠনের নির্ধারিত স্লোগান দেয়ালে লেখা যেতে পারে। কেন্দ্র নির্ধারিত দেয়াল লিখন কর্মসূচি এর অন্তর্ভুক্ত। দাওয়াতি আহ্বান, জিহাদী চেতনা বা মুসলিম অনুপ্রেরণামূলক ইসলামী সংগীতের সিডি প্রকাশ করে সর্বত্র দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া যায়। তবে সিডি বা অন্যকোন প্রকাশনা সামগ্রী প্রকাশ করতে হলে কেন্দ্রের অনুমোদন নিতে হবে।

ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় সংবাদ প্রকাশ, মোবাইল SMS ও মেইল বার্তা প্রেরণ: বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অথবা বিভিন্ন ইস্যুতে দৈনিক পত্রিকাগুলোতে যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে প্রেস বিজ্ঞপ্তি অবশ্যই প্রেরণ করতে হবে। মোবাইল SMS ও মেইল বার্তা প্রেরণ ইত্যাদির মাধ্যমে সংগঠনের ব্যাপক দাওয়াতি কাজ করা যেতে পারে।

দায়ীর গুণাবলী:

দীনের দাওয়াত অত্যন্ত মহৎ ও উঁচু দরজার কাজ। এ দাওয়াত নবী ও সাহাবীদের কাজ। দাওয়াত দিতে হবে পূর্ণাঙ্গ দীনের প্রতি। এ কাজে ব্যর্থতা বলতে কিছু নেই। তবে দাওয়াতের প্রকৃত সুফল পেতে হলে দায়ী তথা দাওয়াত দানকারীর মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। নিম্নে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল:

০১. খুলুছিয়াত তথা নিয়তের পরিশুদ্ধি থাকতে হবে।

০২. ইসলামের মৌলিক বিষয়ে সঠিক জ্ঞান থাকতে হবে।

০৩. সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

০৪. কথা ও কাজে মিল থাকতে হবে।

০৫. মার্জিত চরিত্র ও সুন্দর ব্যবহারের অধিকারী হতে হবে।

০৬. সংবেদনশীল ও দরদীমনা হতে হবে।

০৭. গোড়ামী পরিহার করে ভারসাম্য মনের অধিকারী হতে হবে।

০৮. ব্যক্তিস্বার্থ বা জাগতিক কোন স্বার্থের চিন্তা অন্তরে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না।
০৯. রূঢ় আচরণ ও কর্কশভাষা পরিহার করে মাধুর্যপূর্ণ ভাষার অধিকারী হতে হবে।
১০. মাদ'উকে (যাকে দাওয়াত দেওয়া হয়) যথাযথ মূল্যায়ন ও তার সংগৃহের প্রতি আরও উৎসাহিত করার মানসিকতা থাকতে হবে।
১১. যৌক্তিক প্রশ্ন পাশ কাটিয়ে যাওয়া যাবে না; বরং যেভাবেই হোক সন্তোষজনক উত্তর দিতে হবে।
১২. সমসাময়িক অন্যান্য সংগঠন ও মতাদর্শ সম্পর্কেও ধারণা রাখতে হবে।
১৩. সর্বাবস্থায় মানবীয় মৌলিক গুণাবলীর প্রকাশ ঘটাতে হবে।
১৪. বিরক্তিকর বা আপত্তিকর বিতর্ক পরিহার করতে হবে।
১৫. দাওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে।
১৬. মাদ'উর হেদায়াতের জন্য দু'আ করতে হবে।
- সর্বোপরি একজন ছাত্রকে শুধু দায়সারাভাবে দাওয়াত দিয়ে গেলেই চলবে না; বরং তাকে প্রত্যক্ষভাবে সংগঠনে জড়িত করে কাজে লাগিয়ে সক্রিয় করে তুলতে হবে। এজন্য প্রয়োজন নিয়মিত যোগাযোগ, সংগঠনের বিভিন্ন প্রোগ্রামে উপস্থিত করা। ইসলামী জ্ঞান ও সাংগঠনিক জ্ঞান বৃদ্ধি, চিন্তার বিকাশ ও ঈমানের দৃঢ়তার লক্ষ্যে সিলেবাসভিত্তিক বই পড়াতে হবে এবং বুজুর্গানে দীন ও উলামায়ে কেরামের মসলিসে হাজির করতে হবে। ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত আমলের প্রতি যত্নবান করে তুলতে হবে।

চতুর্থ দফা কর্মসূচি তানজিম (সংগঠন)

- ক. যে সকল তরুণ শিক্ষার্থী আন্দোলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে একমত হয়ে জীবনের সর্বস্তরে কুরআন-সুন্নাহর আইন তথা ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জিহাদে শরীক হতে আগ্রহী, তাদেরকে সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ করা।
- খ. শিক্ষাঙ্গনসহ দেশের সর্বত্র ছাত্রসমাজের মাঝে সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে আন্দোলনের সম্প্রসারণ ঘটানো।

সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা

যেকোন আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া আন্দোলন করা যায় না। তাই আন্দোলনের জন্য সংগঠন অপরিহার্য। বাতিলকে বাহ্যত যতই বিচ্ছিন্ন মনে হোক, ইসলামের মোকাবেলায় তারা সংঘবদ্ধ। এককভাবে তাদের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। এজন্য চাই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা।

এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে জোর তাকিদ দেয়া হয়েছে।

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, “তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে ধারণ কর, আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।”

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, “তারা আল্লাহর প্রিয়পাত্র, যারা সংঘবদ্ধভাবে সীসাঢালা প্রাচীরের মত দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে।”

আরো বলা হয়েছে, “তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দিবে, অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে, আর এরাই হল সফলকাম।”

হাদীসে সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে ইসলামের বাইরে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। হযরত উমর রা. বলেছেন, “সংগঠন ছাড়া ইসলাম হয় না।”

উপরোক্ত আয়াত, হাদিস ও উদ্ধৃতি থেকে সংঘবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা যায়। সংঘবদ্ধ জীবনের প্রতি ইসলামের এই গুরুত্ব অনুধাবন করেই ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা হাজার হাজার ইসলাম প্রত্যাশী ছাত্র-যুবককে সংঘবদ্ধ করে ইসলামের পক্ষে অপ্রতিরোধ্য শক্তি অর্জন করতে চায়। কেননা, মক্কার কুফরী শক্তির মোকাবেলায় ইসলামের বিজয় অভিযানে যুবকরাই বেশি অবদান রেখেছে।

এ সম্পর্কে মহানবী সা. বলেন, “যারা বয়োবৃদ্ধ, তারা আমার বিরোধিতা করেছে; পক্ষান্তরে যুবসম্প্রদায় আমাকে সহযোগিতা করেছে।”

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সা. যে যুবশক্তির প্রশংসা করেছেন, বর্তমান জাহেলী সমাজব্যবস্থার খেয়াল-খুশির শিকার হয়ে সে শক্তির অপমৃত্যু হবে, তা আমরা হতে দিতে পারি না। তাই ছাত্র-যুবকদের মাঝে ব্যাপকভাবে দাওয়াতি কাজ করতে হবে এবং তাদের সামনে সংঘবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে। তারপর যারা

ব্যক্তিজীবনে ইসলামের অনুসরণ ও সমাজের সর্বস্তরে তা বাস্তবায়নের সংগ্রামে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শরীক হতে প্রস্তুত, তাদেরকে সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ করতে হবে। ইশা ছাত্র আন্দোলনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যারা আন্দোলনের পতাকাতে সমবেত হন, তাদেরকে ক্রমান্বয়ে ৪টি স্তরে ভাগ করা হয়।

সাংগঠনিক স্তর :

সাংগঠনিক কাজের মানোন্নয়নের জন্যই জনশক্তিকে ৩টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। স্তরগুলো হচ্ছে: ১. সদস্য ২. কর্মী ৩. মুবাল্লিগ।

সদস্য :

যদি কোন শিক্ষার্থী ইশা ছাত্র আন্দোলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে একমত হয়ে কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতির ওপর আস্থা বানান হন, সঠিক ইসলামী জীবন-যাপন ও আন্দোলনের সামগ্রিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন, তাহলে নির্ধারিত ফরম পূরণের মাধ্যমে তিনি সদস্য হতে পারবেন।

কর্মী হওয়ার পদ্ধতি :

যে সদস্য আন্দোলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতির সাথে সচেতনভাবে একমত হয়ে নিজস্ব প্রেরণায় সক্রিয়ভাবে দাওয়াতি কাজ করেন, নিয়মিত সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন, নিয়মিত সাপ্তাহিক শিক্ষাবৈঠকে অংশগ্রহণ করেন, নিয়মিত সংগঠনে এয়ানত দেন, ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণ করেন, নির্ধারিত সিলেবাস অধ্যয়ন করেন, কেন্দ্র নির্ধারিত তারবিয়াতে অংশগ্রহণ করে বিষয়বস্তু আয়ত্ত্ব করেন এবং লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন, তাকে যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মী মানে উন্নীত করা হয়।

একজন কর্মীকে নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হয়:

- ▣ নিয়মিত সাপ্তাহিক শিক্ষাবৈঠকে অংশগ্রহণ করা।
- ▣ বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করা।
- ▣ কুরআন ও হাদিস অর্থসহ পড়ার অভ্যাস করা।
- ▣ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নিয়মিত জামায়াতের সাথে আদায় করা।
- ▣ নিয়মিত আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করা।
- ▣ সুন্নাতের ওপর মজবুত থাকার চেষ্টা করা।
- ▣ ইসলামী সাহিত্য পাঠ ও চলমান বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান রাখা।
- ▣ দাওয়াতি কাজে প্রতিদিন নির্ধারিত সময় ব্যয় করা।
- ▣ মাসে কমপক্ষে ৪জনকে সদস্য করা।
- ▣ নিয়মিত সংগঠনে এয়ানত দেয়া।
- ▣ নিয়মিত সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন এবং সকল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা।
- ▣ ব্যক্তিগত রিপোর্ট রাখা।

মুবাল্লিগ হওয়ার পদ্ধতি :

যখন কোন কর্মী আন্দোলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে তার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেন, ব্যক্তিগত সকল কাজের ওপর সংগঠনের কাজকে প্রাধান্য দিতে সক্ষম হন, নীতিমালায় প্রদত্ত নির্দেশনা যথাযথ পালন করেন ও গুণাবলী অর্জনে তৎপর হন, শিক্ষাকার্যক্রমসহ সাংগঠনিক সকল দায়িত্ব যথাযথ আঞ্জাম দেন, নির্ধারিত সিলেবাস সম্পন্ন করেন, নিয়মিত ব্যক্তিগত প্রতিবেদন সংরক্ষণ করেন, মাসিক এয়ানত প্রদান করেন এবং কেন্দ্র নির্ধারিত তারবিয়াতে অংশগ্রহণ করে লিখিত পরীক্ষা ও ব্যক্তিগত কন্ট্রোল্টে উত্তীর্ণ হন, তাকে নীতিমালায় প্রদত্ত ধারা-৭(ঘ) এর আলোকে মুবাল্লিগ মানে উন্নীত করা হয়।

মুবাল্লিগের গুণাবলী:

- ▣ আন্দোলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে স্থায়ী জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মনে করা।
 - ▣ সকল কাজের ওপর সংগঠনের কাজকে অগ্রাধিকার দেয়া।
 - ▣ ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাতসহ শরীয়তের আমলের পাবন্দ হওয়া।
 - ▣ হারাম ও মাকরুহ থেকে পরহেজ করা।
 - ▣ আত্মশুদ্ধির জন্য বুজুর্গানে দীনের পরামর্শ অনুযায়ী অগ্রসর হওয়া।
 - ▣ আন্দোলনের নীতিমালার প্রতি পূর্ণ অনুগত হওয়া।
 - ▣ সংগঠন নির্ধারিত সিলেবাস অধ্যয়ন, প্রদত্ত কর্মকৌশল অনুসরণ ও যাবতীয় নির্দেশ নির্দিধায় পালন করা।
 - ▣ আন্দোলনের আদর্শবিরোধী কোন সংস্থার সাথে সম্পর্ক না রাখা।
 - ▣ আন্দোলনের সামগ্রিক চিন্তাধারা, নীতিমালা, কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতির সাথে পূর্ণ ঐক্যমত পোষণ করা এবং তা বাস্তবায়নের সক্রিয়ভাবে প্রচেষ্টা চালানো।
- মুবাল্লিগরাই এ আন্দোলনের মূল ভিত্তি। তাদের ওপরই পুরো আন্দোলন নির্ভর করে। তাদের হাতেই আন্দোলন পরিচালনার ভার অর্পিত। তাই সময় ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আন্দোলনের জন্য তাদেরকে ত্যাগ ও কুরবানীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। আল্লাহপাক তার বান্দাদের মধ্যে যেসব গুণ প্রত্যাশা করেন, একজন মুবাল্লিগ তা অর্জনে হবেন সচেষ্ট। অতুলনীয় চরিত্র মাধুর্যে তারা উদাহরণ সৃষ্টি করবেন। তাদের মধ্যে থাকবে বিনয়-নম্রতা ও যাবতীয় উন্নত গুণাবলী। যেহেতু মুবাল্লিগগণই ইসলাম ও আন্দোলনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি; সুতরাং আদর্শ সম্পর্কে তাদের থাকবে সুস্পষ্ট ধারণা। তাদের কর্মতৎপরতা কর্মীদের মনে আশার আলো জ্বালাবে। তাদের নিষ্ঠা ও ঐতিহ্যগত সকল নিয়ম-কানুন তারা নিষ্ঠার সাথে পালন করবে। মনে রাখতে হবে, এ স্তর কোন শ্রেণিবিভাগ নয়, সাংগঠনিক কার্যক্রমের সুবিধার্থে জনশক্তির মানোন্নয়নের জন্য আমলের বিভিন্ন পর্যায় মাত্র।

সাংগঠনিক কাঠামো:

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলা

একটি সংগ্রামী কাফেলা। স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমাবেশ এখানে থাকবে। সর্বস্তরের ছাত্রসমাজের কাছে আমাদের দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে। এজন্য বিভিন্ন পর্যায়ে আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। আমাদের সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ:

কেন্দ্রীয় কাঠামো : কেন্দ্রীয় মজলিসে আমেলা (কার্যনির্বাহী পরিষদ) ও মজলিসে শুরার সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় কাঠামো গঠিত হয়। এক বছরের জন্য কেন্দ্রীয় আমেলা ও শুরা মনোনীত হয়।

জেলা শাখা : প্রত্যেক প্রশাসনিক জেলা ও কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত কতিপয় সাংগঠনিক শাখার সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে জেলা শাখা বলা হয়। কেন্দ্রীয় সভাপতি কিংবা তার কোন প্রতিনিধি নীতিমালা প্রদত্ত নিয়মানুযায়ী সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করেন। কেন্দ্রের নির্দেশ বাস্তবায়ন ও অধীনস্থ থানা শাখাগুলো দেখাশোনা করা জেলা শাখার দায়িত্ব। জেলা শাখা থানা শাখার রিপোর্টের ভিত্তিতে নিজস্ব রিপোর্ট তৈরি করে নিয়মিত কেন্দ্রে প্রেরণ করবে। এছাড়া জেলায় কাজের বিস্তারিত পরিকল্পনা নিবে।

উপজেলা/থানা শাখা : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়ন-ওয়ার্ড পর্যায়ে আন্দোলনকে সম্প্রসারিত করার জন্য থানা শাখা গঠিত হয়। জেলা সভাপতি বা তার প্রতিনিধি নীতিমালা অনুযায়ী থানা সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়ন-ওয়ার্ড পর্যায়ে সংগঠন গড়ে তোলা ও তার খোঁজ-খবর নেওয়া থানা শাখার কাজ। থানার আওতাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শাখা এবং ইউনিয়ন-ওয়ার্ড শাখার রিপোর্ট নিয়ে থানা শাখার রিপোর্ট তৈরি হবে। এ রিপোর্ট প্রতিমাসে জেলা শাখায় প্রেরণ করবেন। কেন্দ্রীয় নির্দেশ মুতাবেক উপজেলা/থানা জেলার আনুগত্য করবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পৌর, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পৌর, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড শাখা ইশা ছাত্র আন্দোলনের তৃণমূল পর্যায়ের সাংগঠনিক শাখা। এখানে কাজ মজবুত হলেই সংগঠন মজবুত হবে। যেকোন প্রাথমিক শাখাতে কমপক্ষে ৩জন সদস্য থাকলে একজনকে আহ্বায়ক করে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করতে হয়। আহ্বায়ক কমিটি তৎপরতা চালিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য সংগ্রহ করবেন। অতঃপর সেখানে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হবে। নীতিমালা অনুযায়ী এগুলো আন্দোলনের প্রাথমিক শাখা বলে বিবেচিত। প্রাথমিক শাখাগুলোকে থানা শাখা তদারকি করবে এবং প্রাথমিক শাখা প্রতিমাসে নিয়মিত থানা শাখাকে রিপোর্ট প্রদান করবে।

সাংগঠনিক বৈঠক : সাংগঠনিক বৈঠকগুলো শুধু সংশ্লিষ্ট শাখার দায়িত্বশীলদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হবে। এ বৈঠকে শাখার পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা সংক্রান্ত বিষয় প্রাধান্য পাবে। সাংগঠনিক বৈঠকগুলো হচ্ছে মাসিক

বৈঠক ও জরুরি বৈঠক।

মাসিক বৈঠক : প্রত্যেক সাংগঠনিক শাখাতেই প্রতিমাসে নিয়মিত একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে উর্ধ্বতন শাখার নির্দেশনা অনুযায়ী নিজেদের কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা সংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রাধান্য পাবে।

জরুরি বৈঠক: নিয়মিত কর্মসূচির বাইরে হঠাৎ কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য দায়িত্বশীলদের ডেকে যে বৈঠক করতে হয়, সেটাই জরুরি বৈঠক। বৈঠকের শুরুতে সভাপতি জরুরি বৈঠকের কারণ বর্ণনা করে বক্তব্য রাখবেন। বিষয়টি সবার নিকট পরিষ্কার হলে সকলের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

কর্মী টার্গেট: যারা সদস্য ফরম পূরণ করে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন, তাদের কর্মী বানাবার জন্য সদস্যদের সাপ্তাহিক শিক্ষাবৈঠক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কর্মীরা হলেন আন্দোলনের সক্রিয় জনশক্তি। কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধির ওপর আন্দোলনের অগ্রগতি নির্ভর করে। তাই টার্গেটকৃত সদস্যকে কর্মী মানে উন্নীত করার জন্য নির্ধারিত সাংগঠনিক নিয়মে বাছাই করতে হবে। তারপর কর্মী হিসেবে তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় কাজগুলো তাকে দিয়ে করাবার চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনীয় শিট, বই-পুস্তক সরবরাহ করতে হবে নিয়মিত অধ্যয়ন, দাওয়াতি কাজ, ব্যক্তিগত প্রতিবেদন ও অন্যান্য ফরম পূরণ করছে কি-না, তার খোঁজ রাখতে হবে। নিয়মিত সাপ্তাহিক শিক্ষাবৈঠকে ও তারবিয়াতে উপস্থিত করাতে হবে। সর্বশেষ কর্মীপ্রত্যাহারীদের পরীক্ষা ও কন্ট্রোল অংশগ্রহণ করাতে হবে।

কর্মী যোগাযোগ: কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি, দুর্বলতা দূর করা, নিষ্ক্রিয় কর্মীকে সক্রিয় করা, সক্রিয় কর্মীকে আরও উৎসাহিত করা, সমস্যা অবহিত হয়ে সমাধান বের করা, একই মায়ের সন্তানের মতো সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা ইত্যাদি লক্ষ্যে কর্মী যোগাযোগ করতে হয়। পরিকল্পনার ভিত্তিতে সুবিধামত সময়ে নিয়মিতভাবে সম্ভব হলে প্রতিদিন যোগাযোগ করতে হবে। এক্ষেত্রেও সুষ্ঠু নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করে চলতে হবে; যাতে যোগাযোগকৃত কর্মী যোগাযোগকারীকে হিতাকাজীরূপে গ্রহণ করতে পারে।

সাংগঠনিক সফর: কমিটি গঠন, আন্দোলনের কাজের পদ্ধতি বুঝানো, তারবিয়াত, সমস্যার সমাধান বা স্থানীয় কোন প্রোগ্রাম উপলক্ষে উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের অধস্তন শাখায় যাওয়াকে সাংগঠনিক সফর বলে। এ ধরনের সফরে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, দায়িত্বশীলদের বৈঠকে যোগদান, অফিস ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন ও বায়তুল মাল তদারকি করতে হয়। সফরে নির্ধারিত প্রোগ্রামের বাইরে প্রোগ্রাম রাখতে হলে পূর্বেই উর্ধ্বতন শাখা থেকে অনুমোদন নিতে হবে। সফরের ব্যয়ভার সফরকৃত শাখাকে বহন করতে হবে।

তারবিয়াতি সফর: জনশক্তির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বাছাইকৃত ছাত্রদের নিয়ে

অনুষ্ঠিত তারবিয়াত উপলক্ষে কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলের সফরকে তারবিয়াতি সফর বলা হবে। তারবিয়াতের নির্ধারিত কর্মসূচিই এ সফরের মুখ্য বিষয়। তবে সাংগঠনিক যে কোন উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে সফরকারী কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলের সাথে আলোচনা করা যাবে। কোন শাখা তারবিয়াতি প্রোগ্রামের প্রয়োজন অনুভব করলে জেলা সভাপতির মাধ্যমে কেন্দ্রকে অবহিত করতে হবে এবং কেন্দ্র নির্ধারিত তারিখে তারবিয়াতের ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করে স্থান, সময়, যাতায়াত পদ্ধতিসহ প্রয়োজনীয় তথ্য পূর্বেই কেন্দ্রে জানাতে হবে।

তারবিয়াতি প্রোগ্রামসহ কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের সকল প্রোগ্রামের যাতায়াত খরচ আয়োজক শাখাকে বহন করতে হবে।

পরিকল্পনা প্রণয়ন:

পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ না হলে কোন কাজই সুসম্পন্ন হয় না। আন্দোলনের মজবুতী ও গতিশীলতার জন্য সর্বস্তরে পরিকল্পনা মাফিক কাজ হওয়া প্রয়োজন। পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরামর্শকে গুরুত্ব দিতে হবে। পরিকল্পনা অবশ্যই বাস্তবসম্মত যথোপযুক্ত হতে হবে। পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন—

১. আন্দোলনের জনশক্তির পরিমাণ (স্তর অনুপাতে)।
২. জনশক্তির কাজের মান।
৩. কাজের পরিধি বা এলাকা।
৪. অর্থনৈতিক অবস্থা।
৫. কাজের পরিবেশ।
৬. দেশ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট।

সাংগঠনিক সেশনের শুরুতে কেন্দ্রীয় বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার আলোকে জেলা ও থানা বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। প্রাথমিক শাখাগুলো উর্ধ্বতন শাখার নির্দেশনা মোতাবেক মাসিক/দ্বিমাসিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং উর্ধ্বতন শাখা কর্তৃক অনুমোদনের পরই তা চূড়ান্ত হবে।

বাস্তবায়ন: শুধু পরিকল্পনা প্রণয়নই যথেষ্ট নয়, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুষ্ঠু পদক্ষেপ নিতে হবে। এজন্য পরিকল্পনা অধঃস্তন শাখাগুলোতে যথাসময়ে পৌঁছিয়ে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট সবার মাঝে পরিকল্পনা মাফিক কাজ বণ্টন করে কর্মীদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ কাজে তদারক করবে এবং কোন সমস্যা দেখা দিলে তড়িৎ নিরসন করবেন।

রিপোর্টিং ও পর্যালোচনা: পরিকল্পনা মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর পুরো পরিকল্পনা ও তার ফলাফল সামনে আসা আবশ্যিক। সেজন্য কাজের পর্যালোচনা প্রয়োজন। কিন্তু মাসিক ভিত্তিতে কাজের রিপোর্ট প্রণয়ন ও সংরক্ষণ না থাকলে পর্যালোচনা

সম্ভব নয়। সুতরাং প্রত্যেক প্রাথমিক শাখা (প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন/পৌর/ওয়ার্ড) প্রতিমাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে বিগত মাসে রিপোর্ট তৈরি করে থানায় পাঠাবে। থানা রিপোর্ট তৈরি করে ১০ তারিখের মধ্যে জেলায় পাঠাবে। জেলা ১৫ তারিখের মধ্যে রিপোর্ট তৈরি করে কেন্দ্রে পাঠাবে। মনে রাখা দরকার যে, আন্দোলনের সক্রিয়তার জন্য উর্ধ্বতন শাখায় নিয়মিত রিপোর্ট প্রেরণ অপরিহার্য এবং এটা আনুগত্যের প্রতীক।

অর্থব্যবস্থা :

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বায়তুল মাল অপরিহার্য। সকল জনশক্তির ত্যাগ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সর্বস্তরের বায়তুল মাল গড়ে তুলতে হবে। বায়তুল মাল হল হৃদপিণ্ডের মতো, এর অভাবে সব পরিকল্পনাই ভঙুল হয়ে যেতে পারে। কাজেই অর্থ সংগ্রহের জন্য যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। বায়তুল মালের আয়ের উৎস নিম্নরূপ— **সদস্য, কর্মী, মুবাল্লিগ ও দায়িত্বশীলদের মাসিক ও এককালীন এয়ানত:**

প্রত্যেক সদস্য, কর্মী, মুবাল্লিগ ও দায়িত্বশীল নিয়মিত মাসিক এয়ানত দান করবেন। এয়ানতের পরিমাণ সামর্থ অনুযায়ী নিজেই নির্ধারণ করবেন। তবে ব্যক্তিগত চাহিদার চেয়ে আন্দোলনের প্রয়োজনকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সামর্থ অনুযায়ী এককালীন এয়ানতও দেওয়া দরকার।

সুধী ও শুভাকাজীদের এয়ানত :

আমাদের আন্দোলনকে ভালোবাসে— এমন লোকদের থেকে নিয়মিত মাসিক অথবা এককালীন এয়ানত নিতে হবে। প্রতিন্যিতই টার্গেটভিত্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে শুভাকাজী সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। ঈদ শুভেচ্ছাসহ বার্ষিক প্রকাশনা হাদিয়াস্বরূপ সুধীদেরকে দেওয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে এবং যথাসময়ে ওয়াদাকৃত টাকা নিয়ে আসতে হবে। প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সুধী সমাবেশ করে শুভাকাজীদের থেকে এককালীন এয়ানত নেয়া যেতে পারে।

প্রত্যেক অধঃস্তন শাখা নিয়মিত নির্ধারিত হারে উর্ধ্বতন শাখাকে এয়ানত দিবে। পরিমাণ যাই হোক, সময় মতো উর্ধ্বতন শাখাকে এয়ানত পরিশোধ করা সক্রিয় তৎপরতা ও নির্ভেজাল আনুগত্যের পরিচায়ক।

অফিস ব্যবস্থাপনা :

আন্দোলনের সকল পর্যায়ে অফিস থাকা দরকার। আন্দোলনের সকল তথ্য ও দলিল পত্র সংরক্ষণের জন্য অফিসে নিম্নোক্ত রেজিস্টার ও ফাইল থাকা প্রয়োজন—

রেজিস্টার:

১. দায়িত্বশীল বৈঠকের রেজুলেশন (খসড়া, চূড়ান্ত)
২. জনশক্তি রেজিস্টার (সদস্য, কর্মী, মুবাল্লিগপ্রত্যাশী, মুবাল্লিগ)
৩. পাঠাগার রেজিস্টার

৪. তারবিয়াতি রেজিস্টার
৫. এয়ানত আদায় রেজিস্টার
৬. ক্যাশ বই
৭. বকেয়া পাওনা রেজিস্টার
৮. কুপন/রসিদ বিতরণ রেজিস্টার
৯. প্রেস কাটিং রেজিস্টার
১০. স্টক রেজিস্টার
১১. ডিসপাস (পত্র প্রেরণ) রেজিস্টার
১২. পত্র প্রাপ্তি রেজিস্টার
১৩. ইনভেন্টরি রেজিস্টার

ফাইল :

১. স্ট্যাডিং ফাইল
২. সাংগঠনিক সফরসূচি ফাইল
৩. কমিটি গঠন ফাইল (সকল শাখা)
৪. শাখা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন ফাইল
৫. তারবিয়াত সংক্রান্ত ফাইল
৬. সদস্য মুড়ি সংরক্ষণ ফাইল
৭. প্রেস রিলিজ ফাইল
৮. রসিদ বই/কুপনের মুড়ি সংরক্ষণ ফাইল
৯. ভাউচার ফাইল
১০. সার্কুলার ফাইল (উর্ধ্বতন থেকে প্রাপ্ত, অধস্তনে প্রেরিত)
১১. চিঠির ফাইল (উর্ধ্বতন থেকে প্রাপ্ত, অধস্তনে প্রেরিত)
১২. নোটিশ ফাইল
১৩. প্রশাসন যোগাযোগ ফাইল
১৪. দায়িত্ব হস্তান্তর ও নিরীক্ষণ ফাইল

উল্লেখ্য, প্রত্যেক শাখা স্ব-স্ব কাজ অনুপাতে এ আইটেম কমবেশি করতে পারে। তবে অফিস ব্যবস্থাপনার জন্য রেজিস্টার ও ফাইল সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা থানা শাখা পর্যন্ত সীমিত থাকবে। প্রাথমিক শাখাগুলোর জন্য থানা শাখাকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করাই যথেষ্ট।

প্রাথমিক শাখা গঠন পদ্ধতি :

যেখানে সংগঠনের কাজ নেই, সেখানে নতুন করে কাজ শুরু করে সংগঠনের প্রাথমিক শাখা গঠন করা হয়। এ প্রাথমিক শাখা যেকোন জায়গাতেই সর্বনিম্ন ৩জন সদস্যের মাধ্যমে করা যেতে পারে।

সদস্য সংগ্রহ ও কর্মী সৃষ্টির জন্য প্রাথমিক শাখাই হচ্ছে আন্দোলনের মূল সাংগঠনিক কেন্দ্র। এজন্য প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন/পৌর/ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রাথমিক শাখা

গঠনে তৎপর হতে হবে। এর পদ্ধতি নিম্নরূপ:

উর্ধ্বতন দায়িত্বশীল অথবা পার্শ্ববর্তী প্রাথমিক শাখার কোন কর্মী যেখানে কাজ নেই, সেখানকার একজন ছাত্রকে টার্গেট নিয়ে পরিচিতি ও বই পড়িয়ে যোগাযোগ রক্ষা করে কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। উক্ত কর্মীর মাধ্যমে আরো কিছু ছাত্রকে তৈরি করে তাদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তিকে আহ্বায়ক করে প্রাথমিক শাখা গঠন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, একজন সক্রিয় ও যোগ্য সদস্যকে আহ্বায়ক করতে হবে। যেকোন শাখা গঠন হওয়ার পর সেখানে নিয়মিত সাপ্তাহিক শিক্ষাবৈঠক চালু করতে হবে। ক্রমান্বয়ে সংগঠনের সকল কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

প্রাথমিক শাখার কাজ :

১. এ শাখায় প্রথম ও প্রধান কাজ হল— কর্মকৌশলে আলোচিত পদ্ধতি অনুযায়ী নিয়মিত ‘সাপ্তাহিক শিক্ষাবৈঠক’ করা এবং সকল সদস্য যেন এ শিক্ষাবৈঠকে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া।
২. নিয়মিত দাওয়াতি কাজ করা।
৩. প্রতিদিন কমপক্ষে একবার প্রত্যেকেই একে অন্যের সাথে সাক্ষাত কিংবা ফোনে যোগাযোগ করা।
৪. সদস্য ও কর্মী বৃদ্ধির জন্য টার্গেটভিত্তিক কাজ করা।

সকল শাখার মৌলিক কাজ:

১. নীতিমালায় আলোচিত কার্যক্রম সম্পাদন করা।
২. নিয়মিত মাসিক, পাক্ষিক ও শিক্ষাবৈঠকসমূহ করা।
৩. শাখার মাসিক পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন নির্ধারিত তারিখের মধ্যে উর্ধ্বতন শাখায় প্রেরণ করা।
৪. শাখার নির্ধারিত মাসিক এয়ানত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উর্ধ্বতন শাখায় পৌঁছে দেওয়া।

সকল শাখা প্রধানের মৌলিক কাজ:

১. নীতিমালায় বর্ণিত সভাপতির সকল দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা।
২. সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সংগঠনের নীতিমালা, কর্মকৌশলসহ উর্ধ্বতন শাখার সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা।
৩. নিজস্ব শাখার আওতাধীন সকল জনশক্তির ব্যক্তিগত প্রতিবেদন দেখা, পর্যালোচনা করা। প্রতিবেদনের নির্দিষ্ট স্থানে লিখিতভাবে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।
৪. নিজের ব্যক্তিগত প্রতিবেদন উর্ধ্বতন শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক/নির্দিষ্ট জিম্মাদার বরাবর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করা।
৫. অধস্তন শাখা প্রধানদের ব্যক্তিগত প্রতিবেদন নিজ শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক/জিম্মাদারের নিকট পৌঁছানো কি-না, দায়িত্বশীল প্রয়োজনীয় তদারকি করছে কি-না, সেদিকে লক্ষ্য রাখা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৬. সকল দায়িত্বশীলের সমন্বয়ে নিজ শাখার মৌলিক কাজসমূহ এবং উর্ধ্বতন শাখার নির্দেশাবলী যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা।

পঞ্চম দফা কর্মসূচি ইনকিলাব (সমাজ বিপ্লব)

ক. শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গনের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তা দূরীকরণের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালানো।

খ. শিক্ষার সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষা পৌঁছে দেয়া এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

গ. সকল প্রকার ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের অবসান ঘটিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের স্থায়ী শান্তি ও মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে দুর্বীর গণআন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লব সাধনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।

ঘ. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ নির্দেশিত ও অনুমোদিত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।

আজ একথা বলতেও লজ্জা হয়, স্বাধীনতার এত বছর পরেও এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা চলছে আমাদের চিরশত্রু ইহুদী-খ্রীষ্টান তথা সাম্রাজ্যবাদীদের ফেলে যাওয়া বস্তাপঁচা শিক্ষানীতির মাধ্যমে। আবার মাঝে মাঝে এটাকে ঘষা-মাজা করছে ইংরেজ বেনিয়াদের তল্লাবাহক দালালেরা। শাসকশ্রেণির অবহেলা কিংবা পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের দেশের শিক্ষানীতি আজও জিম্মি হয়ে আছে হাতেগোনা গুটিকয়েক বর্ণচোরা ভিনদেশী রাজাকারদের হাতে। কৃষক-দিনমজুর-মেহনতী মানুষের ঘামঝরা টাকায় পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে নিজ ঘরে গড়ে উঠেছে তার ঈমান-আকীদা-ঐতিহ্যের শত্রু। এ কেমন নির্মম পরিহাস!

সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় দেশের মানুষের চিন্তা-বিশ্বাসের পূর্ণ ফলন ঘটবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দেশে যা চলছে, তা অস্বাভাবিক। চিন্তা-বিশ্বাসের সম্পূর্ণ উল্টো। ধর্মীয় শিক্ষা জাতিকে পশুত্বের রূপ থেকে মানুষত্বে পৌঁছে দেয়। অথচ দেশে সাধারণ শিক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষার যতটুকু বাকি রাখা হয়েছে, তা নিছক আই-ওয়াশ। ফলে দেশে যা হবার তাই হচ্ছে। নবপ্রজন্ম নীতি-নৈতিকতা, মানবতাবোধ, মানুষে মানুষে মমত্ববোধে উজ্জীবিত সম্পূর্ণ আদর্শ মানুষ হওয়ার পরিবর্তে হচ্ছে উচ্ছৃঙ্খল, মস্তিষ্ক বিকৃত, কুরুচিপূর্ণ বল্লাহীন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে স্বদেশপ্রেমের বিপরীতে সৃষ্টি হচ্ছে দালালীর মানসিকতা, হয়ে উঠছে দায়িত্ব জ্ঞানহীন।

আমরা এর অবসান চাই। অবিরাম কাজ করতে চাই এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য। আমরা এর পরিবর্তন ঘটাবোই ইনশাআল্লাহ।

অপরদিকে প্রচলিত আলীয়া মাদরাসা শিক্ষা ও ঐতিহ্যবাহী কর্মহীন নীরেট ধর্মীয় শিক্ষা কওমী মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায়ও আমরা সংস্কার চাই।

(ক ও খ) অনুচ্ছেদের দু'টি দিক রয়েছে:

১. শিক্ষাসংস্কার আন্দোলন।

২. শিক্ষাঙ্গন ও ছাত্রসমাজের সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ।

শিক্ষাসংস্কারের জন্য নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হতে হবে—

১. শিক্ষাসংস্কার আন্দোলন:

প্রচলিত শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা :

বর্তমান প্রচলিত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সার্বজনীন ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে হবে। সাথে সাথে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি, কুফল ও অসারতা চিহ্নিত করে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার সুফল ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন করতে হবে। এজন্যে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম, দীনদার ও ইসলামী চিন্তাবিদদের লেখা বই, রচনা ও প্রবন্ধ পাঠ করতে হবে।

ব্যাপক প্রচারণা: ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সর্বমহলে তুলে ধরতে হলে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। এজন্য ছাত্রসমাজ ও সমাজের চিন্তাশীল সচেতন ব্যক্তিদের নিকট ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার কুফল ও ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার সুফল তুলে ধরতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে এ প্রসঙ্গে মতবিনিময় করতে হবে।

সাথে সাথে পোস্টারিং, লিফলেট ও সাময়িকী বিতরণ এবং পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দিতে হবে। বিভিন্ন ইস্যুতে সভা, সমাবেশ সেমিনার ও মিছিল করে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের ওপর ইসলামী চিন্তাবিদ ও উলামায়ে কেরামকে দিয়ে সহজ শর্ত ও সুলভ মূল্যে বই ছেপে ছাত্রসমাজ ও সচেতন ছাত্রগণের মাঝে বিলি করতে হবে। সাথে সাথে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা ও এর প্রতি জনগণের আস্থা অর্জনের জন্যে বিশিষ্ট ইসলামী শিক্ষাবিদ ও দীনদার বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে সরকারের নিকট ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা তৈরি করে তা বাস্তবায়নের আবেদন জানাতে হবে এবং তা জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে হবে।

এ কথা মনে রাখতে হবে প্রচলিত শাসনব্যবস্থা ও বর্তমান সংবিধানের অধীনে শিক্ষাসংস্কার সার্বজনীন ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন দূরূহ ব্যাপার। তথাপিও বর্তমান জাহেলি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে যাতে সাথে সাথেই শিক্ষাসংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যায় সেই সম্ভাবনা সৃষ্টির জন্য এবং এর পক্ষে ব্যাপক জনমত সৃষ্টির জন্য আমাদেরকে শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

২. শিক্ষাঙ্গন ও ছাত্রসমাজের সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ:

যদিও আমরা প্রচলিত সাংবিধানিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাই; তথাপিও বর্তমান সময়ে শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান বিভিন্নমুখী সমস্যা ও ছাত্রসমাজের যৌক্তিক দাবি

সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকতে পারি না। একটি ব্যতিক্রমধর্মী, আস্থাশীল, বৃহত্তর ছাত্রসমাজের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে সর্বত্রই ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনকে ছাত্রসমাজের ন্যায়সঙ্গত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। মানবতা ও আদর্শের নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে অস্ত্র, পেশীশক্তি ও সন্ত্রাসের মোকাবেলা করতে হবে। শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক প্রভাব সৃষ্টির সাথে সাথে আদর্শ, নৈতিকতা ও মানবতার প্রভাব বিস্তারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করাই হবে আমাদের মূল কাজ। মনে রাখতে হবে আমরা সর্বত্রই একটি আদর্শিক পরিবর্তন চাই।

ছাত্র সংসদ: ইশা ছাত্র আন্দোলন শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্বশীল একটি ছাত্র সংগঠন। ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের যেকোন সমস্যা সমাধানে, সুখে-দুঃখে সবসময় আমাদেরকে তাদের পাশে থাকতে হবে, নেতৃত্ব দিতে হবে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে। এক্ষেত্রে ক্যাম্পাসে বৈধ সকল সংগঠনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত ছাত্র সংসদের যেন আমাদের প্রতিনিধিত্ব থাকে, ছাত্র সংসদ নির্বাচনে যেন আমাদের নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জিত হয়, সেজন্য অনেক পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত সকল নির্বাচনে আমরা অংশগ্রহণ করবো। সকল জায়েয ও বৈধ কাজে নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে সর্বস্তরে আমাদের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যাপক প্রয়াস চালাতে হবে।

শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া:

শিক্ষার্থীদের সমস্যা দু'রকম-

ক. ব্যক্তিগত সমস্যা।

খ. সমষ্টিগত সমস্যা।

ক. ব্যক্তিগত সমস্যা: আমাদের দেশে ছাত্রদের সমস্যার কোন সীমা নেই। একজন ছাত্রকে প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া থেকে শুরু করে শিক্ষাপর্ব শেষ করা অবধি হাজারো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। একজন ছাত্রের ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে মানবিক ও নৈতিক দায়িত্বানুভূতিকে প্রাধান্য দিতে হবে। ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে দরদভরা হৃদয় নিয়ে আমাদেরকে ছাত্রদের খেদমত করতে হবে। সাধারণত যেসব কাজের মাধ্যমে আমরা ছাত্রদের ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধান করতে পারি তা হল:

▣ ভর্তির কাজে সার্বিক সহযোগিতা।

▣ লজিং, টিউশনি অথবা ম্যাসের ব্যবস্থা করা।

▣ বই-পুস্তক ও নোট সংগ্রহ করে দেওয়া।

▣ ছাত্রকল্যাণ ফান্ড চালু করা।

▣ সাংগঠনিক কাজ করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানে কোন সমস্যায় পড়লে তড়িৎ সমাধানের ব্যবস্থা করা।

▣ প্রশ্নপত্র, ভর্তি গাইড ও পরীক্ষার গাইড সংগ্রহ করে দেওয়া, সম্ভব হলে গাইড

প্রকাশ করা।

▣ মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া।

খ. সমষ্টিগত সমস্যা: ছাত্রসমাজের সমষ্টিগত সমস্যাগুলো সাধারণত জটিল হয়ে থাকে। তাই সমষ্টিগত সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের চেয়ে বুদ্ধিপূর্ণ। সুতরাং এক্ষেত্রে হিকমত ও বুদ্ধিমত্তার সাথে অগ্রসর হতে হবে। কারণ দেশের প্রায় সবগুলো ছাত্র সংগঠনই ছাত্রসমাজের সমস্যা সমাধানের আন্দোলন করতে গিয়ে বহু অনাকাঙ্ক্ষিত ধ্বংসাত্মক ঘটনা ঘটিয়ে আরো নতুন সমস্যার ধুমুজাল সৃষ্টি করে। ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন ছাত্রসমাজের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী আদর্শ স্থাপন করতে চায়। সকল সমস্যাই গঠনমূলক পন্থায় শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ক্রমধারা অবলম্বন করা যায়:

১. প্রথমে সমস্যার ধরণ দেখতে হবে এবং সমস্যার সামাধান নিজেদের দ্বারা আদৌ সম্ভব কিনা- তা বুঝতে হবে। যদি নিজেদের দ্বারা সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়, তাহলে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে। যেমন- ছাত্রদের মাঝে মনোমালিন্য, অন্যান্য সংগঠনের সাথে ভুল বুঝাবুঝি বা অনাকাঙ্ক্ষিত কোন্দল অথবা অন্য কোন ছোটখাট সমস্যা।

২. যদি সমস্যার সমাধান নিজেদের হাতে না হয়, যেমন- পাঠাগার সমস্যা, ভর্তি সমস্যা, আসন সমস্যা, পরিবেশ প্রতিকূলতা, ডাইনিং সমস্যা, নির্যাতন, বেতনবৃদ্ধি ইত্যাদি; তাহলে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে অবহিত করতে হবে এবং সমাধানের জন্য ধারাবাহিকভাবে দাবি জানাতে হবে। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিনিধি প্রেরণ, স্মারকলিপি পেশ, অভিযোগপত্র পেশ ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালাতে হবে।

৩. কিছু সমস্যা আছে যার সমাধানে আন্দোলন করতে হয় যেমন- শিক্ষা উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি, সেশনজট, অব্যাহত সন্ত্রাস, বার বার প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া, শিক্ষক সংকট, উচ্চশিক্ষায় সীমাবদ্ধতা, কোন সংগঠন করতে বাধ্য করা। এসব ক্ষেত্রে আমাদের মূলনীতির সাথে সঙ্গতি রেখে নিয়মতান্ত্রিকভাবে গঠনমূলক আন্দোলন চালাতে হবে। প্রয়োজনে পোস্টারিং, লিফলেট বিলি, সভা-সমাবেশ মিছিল ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে কোন অবস্থাতেই কোন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখার পরিবেশ বিঘ্নিত করা যাবে না। মনে রাখতে হবে, ইশা ছাত্র আন্দোলন কোন হিংসাত্মক কর্মসূচির পক্ষপাতী নয়।

‘গ’ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা:

‘সকল প্রকার ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের অবসান ঘটিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের স্থায়ী শান্তি ও মানবতার সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে দুর্বীর গণআন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামী

বিপ্লব সাধনের সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালানো।' ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় একটি মৌলিক পরিবর্তন সাধনের জন্য দুর্বীর গণআন্দোলন গড়ে তোলাই আমাদের চূড়ান্ত কর্মসূচি।

প্রথম থেকে সবগুলো কর্মসূচি সাফল্যের সাথে অতিক্রম করতে পারলে আমরা এই চূড়ান্ত কর্মসূচিতে অবতীর্ণ হতে পারি। অতীতের ইসলামী আন্দোলন, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি ও বাস্তবতার নিরিখে একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে— একটি ব্যাপকভিত্তিক দুর্বীর গণআন্দোলন ছাড়া এদেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আর ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা ছাড়া মানবতার ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তিও সম্ভব নয়। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা যথাযথ সুরক্ষা হবে না। তাই চূড়ান্ত আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসেবে ইশা ছাত্র আন্দোলনের কর্মীরা যেন রাষ্ট্রের সকল স্তর থেকে আন্দোলনের পুরোভাগে নেতৃত্ব দিতে পারে, সেজন্য পরিকল্পিতভাবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড ও অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের তৎপরতা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে গণমুখী ভূমিকা পালন করতে হবে।

সমাজ, রাষ্ট্র ও সারা বিশ্বের নির্যাতিত মানবতার পক্ষে বলিষ্ঠ আওয়াজ তুলতে হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশ্বমানবতার সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে সর্বোচ্চ ত্যাগের মানসিকতা নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

আন্দোলনের ক্ষেত্রে কর্মীদেরকে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করতে হবে। আবেগ বা ঝোঁকের বশে প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম না করে চূড়ান্ত আন্দোলনের আশা পোষণ করা যাবে না। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে হবে—

১. নিজেকে উপযোগী করে তোলা: ইসলামী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব সশস্ত্র জিহাদ। জিহাদ একটি কঠিন পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হতে হলে কঠোর সাধনা করতে হবে। আমল পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমে ঈমানকে মজবুত করে জজবাকে শাণিত করতে হবে। এজন্য সংগঠনের যাবতীয় নিয়মকানুন ও কর্মসূচি যথাযথভাবে পালন করতে হবে। জ্ঞানার্জন, প্রশিক্ষণ ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নিজেকে একজন প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বে পরিণত করতে হবে।

২. পরিবেশকে উপযোগী করে তোলা: অতীত পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই— প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সা. থেকে শুরু করে পরবর্তীতে যারাই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করেছেন, সকলেই প্রথমে আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কাজ করেছেন। প্রিয়নবী সা. মক্কায় সে পরিবেশ না পেয়ে মদীনায় হিবরত করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে পরিবেশ প্রতিকূলে থাকা সত্ত্বেও আন্দোলনের উপাদান ও শর্তপূরণ করায় সফলতা অর্জিত হয়েছে। সুতরাং পরিবেশকে

আন্দোলনের উপযোগী করে তোলার জন্য কিছু মৌলিক উপাদান প্রয়োজন—

ক. দাওয়াত: দাওয়াত ইসলামী আন্দোলনের মৌলিক উপাদান। দাওয়াত ছাড়া কর্মী ও নেতৃত্ব সম্ভব নয়। হুজুর সা. সর্বপ্রথম আদর্শের দাওয়াত দিয়েছেন। তাছাড়া দাওয়াত জিহাদের পূর্বশর্ত। তাই সর্বত্র যথাযথভাবে দাওয়াত পৌছাতে হবে।

খ. বলিষ্ঠ নেতৃত্ব : বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ব্যতীত শুধু ইসলামী আন্দোলন কেন, পৃথিবীতে কোন আন্দোলনই সফল হয়নি। দেশ ও জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করে ইশা ছাত্র আন্দোলন একটি আপোসহীন বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অধীনে প্রতিভাবান কর্মীদেরকে নেতৃত্ব দানের উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে।

গ. দক্ষ ও সুশৃঙ্খল কর্মীবাহিনী: আন্দোলনকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছাতে হলে একটি সুদক্ষ ও সুশৃঙ্খল কর্মীবাহিনী তৈরি করতে হবে। হযরত মুহাম্মাদ সা. মক্কী জিন্দীগীতে কিছু বলিষ্ঠ নেতৃত্ব সৃষ্টি করে মদীনায় গিয়ে একটি দক্ষ ও সুশৃঙ্খল কর্মীবাহিনী গঠন করেছিলেন। আমাদেরকেও সংগঠনের যাবতীয় কর্মসূচি যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতে হবে।

৩. জনমত গঠন করা: সমাজ রাষ্ট্রে একটি আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হলে জনমতকে অবশ্যই পক্ষে আনতে হবে। অধিকাংশ জনগণ আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান নিলে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছা কঠিন হয়ে যাবে। তাই আমাদেরকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন পেশার লোকের সাথে ব্যাপক গণসংযোগের মাধ্যমে ইসলামী শাসনতন্ত্রের অপরিহার্যতা ও আন্দোলনের গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে। দেশবাসী ও সচেতন জনগণের সেন্টিমেন্টকে আন্দোলনের পক্ষে কাজে লাগানোর জন্যে বিভিন্ন ইস্যুতে মিটিং, মিছিল, সমাবেশ, পোস্টারিং, লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করতে হবে। জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে।

৪. সর্বাঙ্গিক আন্দোলন: আমরা চাই সর্বত্র নীতির পরিবর্তন। তবে একথা প্রব সত্য, ইসলামী শাসনব্যবস্থার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন বা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ কোন সরকারকে ক্ষমতায় রেখে নীতির পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাই আমাদের কার্যক্রম যখন একটি পর্যায়ে পৌছবে এবং একটি সম্ভাব্য শক্তি হিসেবে দাঁড় করানো যাবে, তখন সরকার ও শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। সেই সম্ভাবনাকে যথাযথ কাজে লাগানোর জন্য যখন সর্বাঙ্গিক গণআন্দোলনের ডাক আসবে, ইশা ছাত্র আন্দোলন তখন টর্নেডোর মতো প্রচণ্ড আঘাত হানতে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দীন যথাযথভাবে বুঝে ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরে তা বাস্তবায়ন করার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

